কিউবায় ফিলিস্তিনপন্থী মিছিল, নেতৃত্ব দিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট

সারে-জমিন

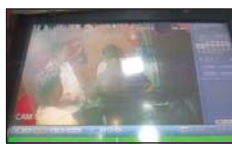

হাসপাতালে পরীক্ষামূলক কেন্দ্রীয় ট্রান্সফার ব্যবস্থা

রূপসী বাংলা

আমেরিকার ৯/১১-এর কাজ শেষ করতে চায় ইসরায়েল

সম্পাদকীয়

বন্যার বিষয়ে এবার সতর্ক করবে গুগল ম্যাপস

টেক স্যাভি

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৬ অক্টোবর, ২০২৪
৩০ আশ্বিন ১৪৩১
১২ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার পদ্ধতি বাতিল করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 278 ■ Daily APONZONE ■ 16 October 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	৯০% ঊর্ধ্বে	৮৫% ঊর্ধ্বে	৮০% ঊর্ধ্বে	৭৫% ঊর্ধ্বে	৭০% ঊর্ধ্বে	৬০% ঊর্ধ্বে
১৭৫ জন	১৭৫জন	১৯ জন	৪৩ জন	৬৫ জন	৯২ জন	১২৯ জন	১৭৫ জন

বিষয়	বাংলা	ইংরেজী	অংক	জীবন বিজ্ঞান	ভৌত বিজ্ঞান	ইতিহাস	ভূগোল
৯৫% ঊর্ধ্বে	১৫	২	১৭	৭	১৩	৬	৩৭
৮৫% ঊর্ধ্বে	৪৯	৩১	৭৩	৫১	৬৩	২৮	১০৭

SL	Name	BENG	ENG	MATH	L.SC	P.SC	HIST	GEO	TOTAL	%	RANK
1	MD ZAHIN FARHAT	98	93	99	98	98	95	100	681	97.2857	1
2	SAYEM AKHTAR	97	94	96	96	97	98	99	677	96.7143	2
3	RABIUL ISLAM	98	90	90	96	97	95	99	665	95	3
4	MD MUKITUR RAHAMAN	99	92	88	95	96	95	100	665	95	4
5	AFTAB ALI	93	87	90	92	96	90	98	646	92.2857	5
6	RAYNA PARVIN	96	82	96	90	93	85	98	640	91.4286	6
7	MD ABU TAHER	94	90	90	92	92	85	92	635	90.7143	7
8	MISBAUL HOQUE	90	86	92	92	90	90	95	635	90.7143	10
9	MANISA DAS	97	80	90	95	84	90	98	634	90.5714	8
10	MAHIDUR RAHAMAN	97	86	83	85	95	91	97	634	90.5714	9

প্রথম নজর

বাড়ির উঠানে খেলতে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু

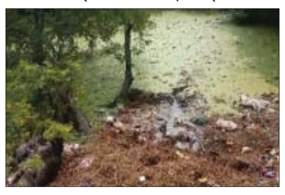

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চন্দ্রকোনা

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের শোলা টু গ্রামে প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার বাড়ির কাজকর্ম সারছিলেন বাড়ির মহিলারা । কিছুক্ষণ বাড়ির ছোট্ট শিশুকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে বাড়ির ভেতরে এবং পাড়ায়। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ওই শিশুর মামার বাড়ি। মামার বাড়িতে গিয়েও খোঁজ না মেলার পরে ,খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। খবর পেয়ে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করে শোলা টু গ্রামের স্থানীয় লোকজনেরা। প্রায় আধঘন্টা পরেই বাড়ির সামনের পুকুরে কিছু একটা ভেসে থাকতে দেখেন ওই শিশুর পরিবারের এক মহিলা। সেখানে গিয়ে দেখে ওই শিশুটি জলের মধ্যে ভেসে রয়েছে। তড়িঘড়ি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানে চিকিৎসকেরা ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই শিশুর নাম বনি আমিন সরকার, বয়স আনুমানিক দুই বছর। বাড়ির সবাই যখন কাজে মগ্ন সেই সময় খেলার ছলে ওই শিশুটি বাড়ির সামনে থাকা পুকুরে নেমে পড়ে এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে বলে অনুমান স্থানীয়দের। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারসহ প্রতিবেশীরা।

ডুলুং নদী থেকে ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: মঙ্গলবার সাঁকরাইল ব্লকের নয়াগা এলাকায় নদীতে তলিয়ে রাহুল মাইতি নামে ১৪ বছরের এক বালকের মৃত্যু হয়। রাহুল মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ তার দাদা বিশালের সঙ্গে বনপুরা এলাকায় ডলুং নদীতে স্নান করতে নামে। এরপর জলের তোড়ে দুজনেই তলিয়ে যেতে থাকে। বিশাল কোনোরকমে ওপরে ওঠার পর রাহুলকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি। নদীর জলে তলিয়ে যায় রাহুল। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে দীর্ঘক্ষণ খোঁজার পর রাহুলের দেহ উদ্ধার করেন। ভাঙাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা রাহুলকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, রাহুল বাইরে পড়াশোনা করত। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সেই সাঁতার জানতো কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার তারানগরের পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গেলেন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ আরো একজন।এদের মধ্যে একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গেলেও বাকি একজন নিখোঁজ। নিখোঁজ রয়েছেন সিভিক ভলেন্টিয়ার।নিখোঁজ সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম অসিকুল ইসলাম।বাড়ি লালগোলার রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায়।সে ডিআইবিতে সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ করেন সে।সে ডিউটি অবস্থায় ছিল। উদ্ধার করা হয়েছে মুখলেসুর রহমানকে। নিখোঁজের সন্ধানে বিএসেফের পক্ষ থেকে উদ্ধার অভিযান করা হচ্ছে।আতঙ্কে আসবাবপত্র নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে স্থানীয়রা।ঘটনাস্থলে রয়েছে লালগোলা থানার পুলিশ।

পানীয় জলের অভাবে চরম সঙ্কটে কুলতলির কয়েকশো মানুষ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: আয়লার পর থেকে এখনো সুন্দরবনের মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি।আর সেই সুন্দরবনের কুলতলিতে পাণীয় জলের সংকটে ভুগছে একটি গ্রামের কয়েকশো মানুষ।

কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কেওড়া মাঠাল গ্রামে পাণীয় জলের গভীর নলকূপ আছে, তবে জল নেই। গত কয়েক মাস ধরে নলকূপটি বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর জেরে পানীয় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে নাকাল হতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। কেওড়া মাঠাল গ্রামের বাসিন্দাদের তাই পাণীয় জল আনতে গ্রাম থেকে দূরবর্তী স্থানে যেতে হচ্ছে।দ্রুত এর সমাধান চায় স্থানীয় মানুষ।আর এ ভাবে দিনের পর দিন পড়ে রয়েছে বিকল নলকূপটি। সমস্যার কথা একাধিক বার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছিল বলে জানালেন স্থানীয় মানুষজন। কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হয়নি।এখনো বিকল হয়েই পড়ে আছে সেটি। স্থানীয় বাসিন্দা হামিদ হাজরা বলেন,জল মানুষের জীবন। আর সেই জল থেকেই আমরা বঞ্চিত।তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে এই পাণীয় জলের নলকূপটি মেরামত করে আমাদের ব্যবহার যোগ্য করে দেওয়া হোক।তবে এ ব্যাপারে মেরীগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েতের প্রধান কোনো মন্তব্য না করলেও কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

পরীক্ষামূলকভাবে হাসপাতালে চালু হল কেন্দ্রীয় ট্রান্সফার ব্যবস্থা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম। জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম দাবি ছিল সেন্ট্রাল রেফারেন্স সিস্টেম চালু করতে হবে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, পরীক্ষামূলকভাবে এই রেফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলো সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম। জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম দাবি ছিল সেন্ট্রাল রেফারেন্স সিস্টেম চালু করতে হবে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়েছেন পরীক্ষামূলকভাবে এই রেফারাল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে চালু হওয়ার কথা ছিল এবং সেই মতন মঙ্গলবার থেকে চালু হল সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম। গোটা রাজ্যে নভেম্বর মাস থেকেই এই নতুন সিস্টেম চালু করতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হাসপাতালগুলিতে চালু হয়েছে রেফারেল সিস্টেম। কিভাবে কাজ করবে রেফারেল সিস্টেম? স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (HIMS) সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করবে এই রেফারেল সিস্টেম। ক্যানিং হাসপাতাল থেকে ভাবুন কাউকে রেফার করা হলো এমআর বাঙুর হাসপাতালে, তখন ক্যানিং হাসপাতাল থেকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে এবার বাঙ্গুর হাসপাতালকে জানাতে হবে রোগী রেফারের ব্যাপারে।

এবার বাবু হাসপাতাল খতিয়ে দেখবে যে বেড ফাঁকা রয়েছে কিনা যদি ফাঁকা থাকে তাহলে এই সিস্টেমের মাধ্যমেই তারা ক্যানিং হাসপাতালকে বার্তা পাঠাবেন এবং রোগীকে নিয়ে আসা হবে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে । যদি এমআর বঙ্গুর হাসপাতালে বেড না থাকে তাহলে এইচএমআইএস মাধ্যমে ক্যানিং হাসপাতালকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হবে রোগীকে।

অনশনে বসলেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক

আপনজন: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনকে সমর্থন জানিয়ে এবার ১২ ঘন্টার অনশনে বসলেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তথা বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ আইএমএ’র হাওড়া জেলা সংগঠনের ডাকা ওই প্রতীকী অনশনে উপস্থিত রয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী।

সারা রাজ্যের সঙ্গে ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রভাব মালদাতেও

দেবাশিষ পাল ● মালদা

আপনজন: সারা রাজ্যের সাথে চিকিৎসকদের কর্ম বিরতির প্রভাব মালদা জেলাতে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত। আউটডোরে রোগের সংখ্যা কম কার্য তো নেই বললেই চলে। মালদাতে চিকিৎসকদের চেম্বার বন্ধ। আজকে আই এম এ -এর মালদা শাখার পক্ষ থেকে আইএমএ ভবনের সামনে দুদিনের জন্য খোলা হয় অভয়া ক্লিনিক।আরজি কর কান্ডে ন্যায় বিচার সহ একাধিক দাবীতে কোলকাতায় আমরণ অনশন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাই অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে দাঁড়াতে দুদিনের কর্মবিরতি পালন করছেন মালদা আইএমএ শাখার সিনিয়র ডাক্তাররা। তবে শুধু কর্মবিরতি পালন নয়।সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে খুলেছেন অভয়া ক্লিনিক। দুদিনের জন্য মালদা আই এম.এ ভবনে অভয়া ক্লিনিক খুলে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছেন সাধারণ মানুষকে। মঙ্গলবার এই ক্লিনিকের দ্বিতীয় দিনে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হাজির ছিলেন মালদা আইএমএ শাখার বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ একাধিক সিনিয়র ডাক্তার।

তাদেরই একজন জেনারেল ফিজিসিয়ান ডাঃ তপন হালদার জানালেন, অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে কলকাতার বুকে জুনিয়র ডাক্তাররা আমরণ অনশন করছেন। তাই জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকার বার্তা দিতে সোম ও মঙ্গলবার এই দুদিন তারা চেম্বার বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করছেন। তবে চেম্বার বন্ধ থাকলেও সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অভয়া ক্লিনিক খুলেছেন। সেই ক্লিনিকেই সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছেন।

ফরাক্কায় শিশু কন্যা খুন কাণ্ডের দুদিন পরেও ময়নাতদন্তে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফরাক্কার রেল কলোনির নাবালিকা শিশু কন্যাকে নির্যাতন ও খুন কাণ্ডের দুদিন পরেও হাইকোর্টের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকায় মৃতদেহ ময়না তদন্ত নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবারও মৃতদেহ রাখা আছে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে বলে জানাযায়। আর শিশু কন্যার মৃত্যুকে ঘিরে ফরাক্কায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। মঙ্গলবার দুপুরে ফরাক্কায় এলেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ঈশা খাঁন চৌধুরি। কথা বলেন মৃত শিশু কন্যার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। আরজিকর কাণ্ডের আবহেই এধরনের নিন্দনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান কংগ্রেস সাংসদ।

অবিলম্বে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান ঈশা খাঁন চৌধুরী।

এদিন ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম নিহত শিশু কন্যার বাড়ি যান। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, আমি এই ঘটনায় খুব মর্মাহত, নিহত শিশু কন্যার পরিবারের পাশে আছি। পুলিশ এই ঘটনায় মুল অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করেছে। আমরা এই ঘটনার দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবি জানাছি। ঘটনার দুইদিন পরেও বিরোধীদের নোংরা রাজনীতির জন্য অইনি জটিলতায় আজও মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়নি, আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাছি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার সকালে ফারাক্কা থানা এলাকার দীনবন্ধু হালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বস্তাবন্দী মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় নয় বছরের এক শিশু কন্যার। পুলিশ নাবালিকা শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। রাতেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনাই কার্যত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এলাকাবাসীরা। ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে মারধর করে জনতা বলে জানাযায়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অভিযুক্ত দীনবন্ধু হালদার। নিহত পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রফতার করে পুলিশ।

যদিও মঙ্গলবার দুপুরে পর্যন্ত করা হয়নি ময়নাতদন্ত বলে জানা যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে অবেদনের জানান, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি ও ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ময়নাতদন্তের করা হোক।

হাইকোর্টের সেই অবেদনের রায়ের কপি না পাওয়ায় এখনো ময়নাতদন্ত হয়নি বলে জানা যায়। এদিকে গ্রামবাসীর দাবি, ময়নাতদন্ত নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। দ্রুত ময়নাতদন্ত হোক। এবং দোষীর ফাঁসির সাজা চায়। নাবালিকার মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক।পুলিশ সুত্রে জানাযায়, এই ঘটনায় খুন এবং তথ্য লোপাট করার পাশাপাশি পকসো আইনে মামলা করে ফারাক্কা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ঝাড়খণ্ডে অপহরণ করে খুন ডালখোলার সন্তান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ঝাড়খণ্ডে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্মম পরিণতির শিকার হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার জাকির হোসেন। ২৫ সেপ্টেম্বর বাড়ি ছেড়ে ঝাড়খণ্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন ঠিকাদার মোহাম্মদ মুসার ছেলে জাকির। কিন্তু ২৬ সেপ্টেম্বর অপহরণের শিকার হন তিনি। পরিবারের সঙ্গে শেষ কথোপকথনে দাবি করা হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ। কিন্তু এরপর আর তার কোনো খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার তার মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা গ্রামে।উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের হেমানপুর চাঙ্গাটোলি গ্রামের বাসিন্দা, ৩৪ বছর বয়সী জাকির হোসেন পেশায় একজন ঠিকাদার ছিলেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি ঝাড়খণ্ডের সেরাইকেলায় কাজের জন্য যান, যেখানে তাকে পরদিন অপহরণ করা হয় বলে পরিবার সূত্রে খবর পাওয়া যায়। অপহরণের পর দুষ্কৃতিরা মুক্তিপণ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। যদিও তার পরিবারের পক্ষ থেকে টাকা পাঠানোর আগেই, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জাকির হোসেনের পিতা মোহাম্মদ মুসা জানিয়েছেন, “আমার ছেলে একবার ফোনে বলেছিল, যদি ৫০ হাজার টাকা না দিই, তাহলে তাকে মেরে ফেলা হবে। এরপর আমরা ওই নাম্বারে যোগাযোগ করতে চাইলে সেটি সুইচ অফ পাই।” পরিবারের সদস্যরা এখন দোষীদের কঠোর শাস্তি ও ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন।মৃত জাকির হোসেনের পিতা-মাতা ছাড়াও, তার বাড়িতে রয়েছেন ২৮ বছর বয়সী স্ত্রী সেরিনা বিবি এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে। ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম জানান, “জাকির হোসেনকে হত্যা করে তার মৃতদেহ জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল। আমরা দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।” সমগ্র ঘটনা এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করছে।

বোলপুরের সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় কুমারী পুজো

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন : প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও বীরভুমের বোলপুর সন্নিকট কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েত অধীনস্থ ৫১তম পীঠস্থান কঙ্কালীতলা। এই কঙ্কালীতলায় দুর্গাপূজা পরে ত্রয়োদশী দিনে অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার ৫১ জন কুমারী কে দেবীরূপে পূজা করা হয়। এই কুমারী পূজা কে কেন্দ্র করে কঙ্কালীতলা ভক্তদের বেশ জনসমাগম হয়। এদিন কঙ্কালীতলা প্রাচীন বটগাছের নিচে ৪ থেকে ৮বছর বয়সে কুমারীদের লাল পাড় সাদা শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দেবীরূপে পূজা করা হয়। এই পূজা শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৪৯ বছর আগে। কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েতের অধীনস্থ কাপাসটিকুড়ি গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় কংকালী মায়ের স্বপ্নদেশ এই কুমারী পূজার শুরু হয়েছিল। তাই প্রত্যেক বছর দুর্গা পুজোর পরে ত্রয়োদশী দিনে এই কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয় কঙ্কালীতলায়। এই কুমারী পুজো ঘিরে এখন উৎসবের মেজাজ ।

রাজবাড়িতে ফুরফুরার জেলা মুহিব্বিন সম্মেলন

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: সম্প্রতি রাজবাড়ীতে ফুরফুরা দরবার শরীফের জেলা খাস মুহিব্বিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। রাজবাড়ী পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জেলা সিদ্দিকীয়া বিশ্ব ইসলাম মিশন কোরআনী সুন্নি জামিয়তুল মুসলীমিন হিজবুল্লাহ এই আয়োজন করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফুরফুরা দরবারের পীরজাদা শাহ ফতেহ আলী আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী। সভায় নেতৃত্ব দেন দরবারের কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ মাওলানা গোলাম মোস্তফা চাঁদ। সঞ্চালনা করেন মাওলানা রুহুল আমীন বিন শেরখানি।এসময় রাজবাড়ী জেলার ফুরফুরার খানকাহ ভান্ডারিয়া, সোনাকান্দর, বৃচাত্রা, বিনোদপুর, কাজীবাধা, ধাওয়াপাড়া, ইসলামপুর সহ বিভিন্ন খানকাহ দরবার শরীফের পীর ও দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন ফুরফুরার পীরজাদা শাহ ফতেহ আলী আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উলুবেড়িয়ায় কার্নিভালে মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়ের উদ্যোগে এবং হাওড়া জেলা প্রশাসন ও উলবেড়িয়া পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় উলবেড়িয়ার কার্নিভালে মোট ১৩ টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রা শুরু হয় উলুবেড়িয়া পুরসভার সামনে থেকে এবং শেষ হয় উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। ছোট প্রতিমা গুলি কালীবাড়ি ঘাটে ভাসান এবং বড় প্রতিমাগুলি পুরনো হাসপাতাল সংলগ্ন ঘাট থেকে ভাসান হয়।এদিনের এই কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়,হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,সহ:সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,বিধায়ক সুকান্ত পাল,প্রিয়া পাল,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল,বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তা।

জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকার বার্তা নাগরিক সমাজের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে পাশে থাকার বার্তা নাগরিক সমাজের। মঙ্গলবার সব বয়সের মানুষকেই বালুরঘাটে এই প্রতীকী অনশনে শামিল হতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, তিলোত্তমার খুনিদের শাস্তি সহ আরও ১০ দফা দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা ধর্মতলায় আমরণ অনশন করছেন। তাঁদের প্রতি সংগতি জানিয়ে বালুরঘাটে নাগরিক সমাজের ডাকে এই ১২ ঘন্টার প্রতীকী অনশন চলছে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা মিউজিয়ামের বিপরীতে ১২ ঘন্টা প্রতিটি অনশনে শামিল হয় নাগরিক সমাজ। সকাল ১০ টা থেকে শুরু হওয়া এই প্রতীকী অনশন চলবে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। এ বিষয়ে প্রতীকী অনশনের শামিল এক প্রতিবাদী জানান, ‘আরজি করের ঘটনার পর থেকেই আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম বিভিন্ন সময়। কিন্তু তারপরেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসছে। ৮ থেকে ৮০ কেউই এই বাংলায় নিরাপদ নয়। তাই আমরা ঠিক করেছি যতদিন পর্যন্ত না অভায়া ন্যায় বিচার পাচ্ছে, ততদিন এই প্রতিবাদ আমাদের চলবে।’

লক্ষ্মী পুজোয় শব্দ বাজি ফাটানো নিষিদ্ধে প্রচার

আপনজন ডেস্ক: লক্ষ্মী পুজোয় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শব্দবাজি ফাটানো যাবে না। নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো কিংবা মজুদ রাখা ও ব্যবহার করা আইনত অপরাধ। শহরবাসীকে সেই কথা স্মরণ করাতে মঙ্গলবার বিকেল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া ,বনগাঁ সহ বিভিন্ন এলাকায় মাইকে প্রচার শুরু করে পুলিশ প্রশাসন। শুধু প্রচার নয় এর পাশাপাশি নিষিদ্ধ শব্দবাজি আটক করতে শুরু হয়েছে পুলিশের অভিযান। ইতিমধ্যেই বারাসত, বনগাঁ, হাবড়া ,অশোকনগর ও হাসনাবাদ এলাকায় হানা দেয় পুলিশ নিষিদ্ধ শব্দ বাজির সন্ধানে। বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি। লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন মঙ্গলবার বিকেল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার অভিযান শুরু করে পুলিশ। লক্ষ্মী পুজোয় যাতে কেউ শব্দবাজি ব্যবহার না করে তার জন্য সতর্ক করা হয়। আদালতের নির্দেশ মেনে পরিবেশবান্ধব আতশবাজি অর্থাৎ আলোর রোশনাই যে বাজিতে হয় সেই ধরনের বাজি ব্যবহার করতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে আবেদন জানানো হয়। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রাজ্যের যেসব জায়গায় বাজি তৈরি ও মজুত হয় সেই সব এলাকায় ইতিমধ্যেই অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। বারাসাতের দত্তপুকুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ, মহেশতলা, চম্পাহাটি সহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিয়ত অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। কালীপুজোর এখনো অনেকটা দেরী। কিন্তু লক্ষী পূজোর আগেই রাজ্যে শব্দ বাজির ব্যবহার মজুদ ও বিক্রি বন্ধে তৎপর হয়ে উঠল পুলিশ। এছাড়া ভিন রাজ্যের থেকে আসা বাস ও অন্যান্য যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বেআইনি শব্দ বাজির সন্ধানে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে নজরদারি চলবে ২৪ঘন্টা ধরে।

কিউবায় ফিলিস্তিনপন্থী মিছিল, নেতৃত্ব দিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট

সারে-জমিন

হাসপাতালে পরীক্ষামূলক কেন্দ্রীয় ট্রান্সফার ব্যবস্থা

রূপসী বাংলা

আমেরিকার ৯/১১-এর কাজ শেষ করতে চায় ইসরায়েল

সম্পাদকীয়

বন্যার বিষয়ে এবার সতর্ক করবে গুগল ম্যাপস

টেক স্যাভি

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার পদ্ধতি বাতিল করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৬ অক্টোবর, ২০২৪
৩০ আশ্বিন ১৪৩১
১২ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 278 ■ Daily APONZONE ■ 16 October 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রাজ্যের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে ১৩ নভেম্বর

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: আবারও ভোটের দামামা বেজে উঠল। তবে পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনের নয়, উপনির্বাচনের। মঙ্গলবার ভারতের নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারি এক প্রেস নোটের (নম্বর ECI/PN/150/2024) মাধ্যমে জানিয়েছেন, ১ টি রাজ্যের ৪৮ টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং দুটি লোকসভা কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ৫০টি কেন্দ্রে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ নভেম্বর এবং ২০ নভেম্বর। সব ক্ষেত্রেই ভোটগণনা হবে ২৩ নভেম্বর শনিবার। এই ৪৮ টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ নভেম্বর বুধবার।এই ছটি আসন হল ৬ নম্বর সিতাই (এস সি), ১৪ নম্বর মাদারিহাট (এস টি), ১০৪ নম্বর নৈহাটি,১২১ নম্বর হাড়োয়া, ২৩৬ নম্বর মেদিনীপুর এবং ২৫১ নম্বর তালডাংরা। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সিতাই (এস সি) কেন্দ্র থেকে জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, মাদারিহাট (এস টি) কেন্দ্র থেকে মনোজ টিগ্গা,নৈহাটি কেন্দ্র থেকে পার্থ ভৌমিক, হাড়োয়া কেন্দ্র থেকে শেখ হাজি নুরুল ইসলাম, মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে জুন মালিয়া এবং তালডাংরা কেন্দ্র থেকে অরূপ চক্রবর্তী বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

এর মধ্যে মনোজ টিগ্গা ছিলেন বিজেপির বিধায়ক এবং বাকিরা ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। এঁরা প্রত্যেকেই অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। এরমধ্যে সম্প্রতি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শেখ নুরুল ইসলাম হাজী প্রয়াত হয়েছেন। এই উপনির্বাচনের মধ্যে অবশ্য বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের কোনও খবর নেই।

উপনির্বাচন
১৩ নভেম্বর
ফল ঘোষণা
২৩ নভেম্বর

বিধানসভা	২০২১-এ জয়ী দল
সিতাই (এসসি)	তৃণমূল
মাদারিহাট (এসটি)	বিজেপি
নৈহাটি	তৃণমূল
হাড়োয়া	তৃণমূল
মেদিনীপুর	তৃণমূল
তালডাংরা	তৃণমূল

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

একদিকে পুজো কার্নিভাল, অন্যদিকে দ্রোহের কার্নিভাল

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকজন রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে রেড রোডে শোভাযাত্রা বের করে ৯০টিরও বেশি পুরস্কারপ্রাপ্ত দুর্গাপূজা কমিটি সুসজ্জিত ট্যাবলোতে এ বছরের পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। এসপ্ল্যানেড এলাকার রানি রাসমণি রোডে আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের ‘দ্রোহের কার্নিভাল’-এর পাশাপাশি রেড রোডে রাজ্য সরকার আয়োজিত ‘দুর্গাপুজো কার্নিভাল’-এর আয়োজন করা হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে শুরু করে নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন থিম তুলে ধরে ট্যাবলোটি শহরের কেন্দ্রস্থলে ১ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা জুড়ে একটি ঝলমলে প্রদর্শনীতে ভ্রমণ করেছিল।

২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ‘দুর্গাপূজা কার্নিভাল’।

২০২১ সালে ইউনেস্কো বাংলার দুর্গাপূজাকে ‘ইনট্যানজিবল হেরিটেজ’-এর মর্যাদা দিয়েছিল, যা রাজ্যের বৃহত্তম উৎসবকে বিশ্ব মঞ্চে উন্নীত করেছিল। ফরোয়ার্ড ক্লাব, সন্তোষপুর ত্রিকন পার্ক, চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, বেহালা নূতন দল, আহিরিটোলা সর্বজনীন, চালতাবাগান সর্বজননিন, ত্রিধারা, শ্রীভূমি স্পোর্টিং, হাতিবাগান সর্বজননীন-সহ ৯০টি পুজো কমিটি রয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাল ৪ টের কিছু আগে মঞ্চে এসে উপস্থিত হন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, নুসরত জাহান, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া সহ টলি জগতের কলা কুশলীরা। এবছর বিদেশী অতিথি প্রতি বছরের থেকে বেশি আসেন। ঘড়ির কাঁটায় ৪:৩০ এ ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠান। তারা নৃত্য পরিবেশন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গান দিয়ে। যে গানটি দুর্গাপুজো উপলক্ষে লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি গেয়েছেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট রেড রোডের ‘দুর্গাপুজো কার্নিভাল’ সংলগ্ন এলাকায় নিষেধাজ্ঞা খারিজ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই রানি রাসমণি রোড থেকে ‘দ্রোহের কার্নিভাল’ শুরু করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

আগস্ট মাসে আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগ দেন সর্বস্তরের মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া এটি। তরুণ চিকিৎসকরা অনশনে রয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তিত নন বলে মন্তব্য করেন আন্দোলনকারী চিকিৎসক দেবাশিস হালদার।

গত ৫ অক্টোবর থেকে আমরণ অনশন করছেন চিকিৎসকরা। রেড রোডে দুর্গাপুজো ক্লাবের সদস্যরা কার্নিভালের রাস্তায় নেচে-গেয়ে শোভাযাত্রা শুরু করেন।

হাজার হাজার মানুষ অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করতে জড়ো হয়েছিল, পারফরম্যান্স এবং শিল্পকর্মকে উৎসাহিত করেছিল।

প্রচুর সংখ্যায় মোতায়েন কলকাতা পুলিশের কর্মীরা কার্নিভালের পথে নজরদারি চালাচ্ছিলেন, যার মধ্যে অনেকে ওয়াচ টাওয়ারের উপরে ছিলেন। কড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ড্রোনও ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

ওয়াকফ বৈঠকে নিয়ম ভঙ্গ নিয়ে স্পিকারকে চিঠি বিরোধীদের

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার, বিরোধী দলের সাংসদরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল খতিয়ে দেখার যৌথ কমিটির বৈঠকে প্যানেল চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল “সংসদীয় আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন” করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকফ সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কে রহমান খানসহ বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতার নাম উল্লেখ করে কর্নাটক রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনোয়ার মণিপ্পাদির বক্তব্য নিয়ে বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ কমিটির বৈঠক বয়কট করার একদিন পরেই এই চিঠি এল। বিরোধী দলের সদস্য গৌরব গগৈ, সৈয়দ নাসির হুসেন, ইমরান মাসুদ (কংগ্রেস), এ রাজা ও এমএম আবদুল্লা (ডিএমকে), আসাদউদ্দিন ওয়াইসি (মিম) এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস) চিঠিতে বলেছেন, চেয়ারপার্সন জগদম্বিকা পাল পক্ষপাতদুষ্টভাবে সংসদীয় যৌথ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। ২০১২ সালের কর্নাটক ওয়াকফ কেলেঙ্কারি রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া আইন সম্পর্কে তার মতামত শোনার জন্য সোমবার মণিপ্পাদিকে ডেকেছিল যৌথ কমিটি ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। ওই নোটে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এর কোনও পর্যবেক্ষণ ছিল না। বরং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ কর্নাটক কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগের পূর্ণ ছিল। সদস্যরা বলেন, খাড়গে উচ্চ মর্যাদার সাংবিধানিক পদে রয়েছেন এবং তিনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তবু মনিপ্পাদিকে চেয়ারপার্সন কথা বলতে দেন। কিন্তু খাড়গের নামে আপত্তিকর মন্তব্র করায় প্রতিবাদ করি। এই বিষয়ে বিরোধী দলের সাংসদরা লোকসভার স্পিকারকে দ্রুত হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে সংসদীয় রীতি বজায় রাখার কথা স্মরণ করান।

সিভিক পুলিশ নিয়োগ নিয়ে ‘রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা’য় রাজ্যকে ভর্ৎসনা শীর্ষ কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রশ্ন করে তাদের নিয়োগ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এই নিয়োগকে যাচাই না করা ব্যক্তিদের ‘রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা’ দেওয়ার উপায় বলে অভিহিত করেছে। এর ফলে শীর্ষ আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, নিয়োগের জন্য কর্তৃত্বের আইনি উৎস, পদ্ধতি, যোগ্যতা, যাচাইকরণ, যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে নাগরিক স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কী অর্থ প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করতে হবে।

কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলছিল শীর্ষ আদালতে। শীর্ষ আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যে এই স্বেচ্ছাসেবকদের হাসপাতাল এবং স্কুলের মতো সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানে পোস্টিং করা হবে না তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, কলকাতার চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় সিভিক পুলিশের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন এবং হাসপাতাল ভবনে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল।

একটি চিকিৎসক সমিতির তরফে সিনিয়র অ্যাডভোকেট করুণা নন্দী বলেন, রাজ্য সরকার সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ দ্বিগুণ করেছে, যা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের লঙ্ঘন। নন্দী বলেন, রাজ্যে এ জাতীয় দেড় হাজারেরও বেশি

স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন এবং রাতের শিফটে কর্মরত মহিলাদের সুরক্ষার লক্ষ্যে “রাত্তিরের সাথী” প্রোগ্রামটি বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

নির্যাতিতার আত্মীয়দের পক্ষে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার বলেন, গার্হস্থ্য হিংসার ফৌজদারি মামলা থাকা সত্ত্বেও এই মামলার মূল অভিযুক্তকে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কারা নিয়োগ করে? সেই যোগ্যতাগুলো কী কী তা আমাদের জানতে হবে।

রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাকেশ দ্বিবেদীকে শীর্ষ আদালত বলে, আমাদের জানা দরকার যে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবকরা হাসপাতাল, সংবেদনশীল প্রকৃতির স্কুলে কাজ করে না। অন্যথায় সম্পূর্ণ যাচাই করা হয়নি এমন লোকদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার এটি একটি সুন্দর প্রক্রিয়া। দ্বিবেদী বেঞ্চকে জানান, ২০০৫ সালের বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা (রেগুলেশন) আইন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য দেশের মতো হাসপাতালগুলিতেও নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। শুনানি চলাকালীন সিবিআইয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সিবিআইয়ের পঞ্চম স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেন এবং জানান যে কলকাতা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার তদন্ত “অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে” চলছে। শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে সিবিআই রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সিবিআই তার চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা তদন্ত করছে এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে আরও স্ট্যাটাস রিপোর্ট চেয়েছে।

চিকিৎসকদের সুরক্ষা ও সুরক্ষা নিয়ে সুপারিশ করার জন্য গঠিত ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ) ইস্যুতে শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে যে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে তাদের কোনও বৈঠক হয়নি। তাই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে কেন্দ্রকে সক্রিয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং অন্যান্য পদক্ষেপের জন্য ১২৩ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। দ্বিবেদী ২৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রায় ২৮টি মেডিক্যাল কলেজে এবং ৩১ অক্টোবরের মধ্যে আর জি কর হাসপাতালে স্থাপনের ঘাটতি পূরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, নিরাপত্তা অডিটের জন্য রাজ্যস্তরের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং হাসপাতালে ৯০০ জন মহিলার সমন্বয়ে অতিরিক্ত ১,৪০০ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। বেঞ্চ দীপাবলির ছুটির পরে এই বিষয়ে শুনানি স্থগিত করেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সিসিটিভি বসানো এবং শৌচাগার ও পৃথক বিশ্রামাগার নির্মাণের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘ধীরগতি’ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ।

মহারাষ্ট্রে এক দফায়, দুদফায় ভোট ঝাড়খণ্ডে

আপনজন ডেস্ক: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছেন, আগামী ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। ঝাড়খণ্ডের ভোটারদের দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে, যার মধ্যে ১৩ নভেম্বর এবং ২০ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দুটি বিধানসভা নির্বাচনের গণনা হবে ২৩ নভেম্বর। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৬ নভেম্বর। অন্যদিকে ৮১ জন সদস্য নিয়ে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি। আসন্ন মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিমুখী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। বিরোধী জোট মহা বিকাশ আঘাড়ির মধ্যে রয়েছে শিবসেনা (ইউবিটি), শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি-এসপি এবং কংগ্রেস পার্টি।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মহাযুতি জোটে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা গোষ্ঠী এবং অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি গোষ্ঠী। নির্বাচন কমিশন আরও ঘোষণা করেছে, ১৩ নভেম্বর ৪৭ টি বিধানসভা আসন এবং ওয়ানাদ লোকসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

একইভাবে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ বিধানসভা আসনে ২০ নভেম্বর উপনির্বাচন হবে মহারাষ্ট্রের নান্দেদ লোকসভা আসনে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার কংগ্রেস লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে। রাহুল গান্ধির খালি হওয়া কেরালার ওয়ানাদ আসন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।

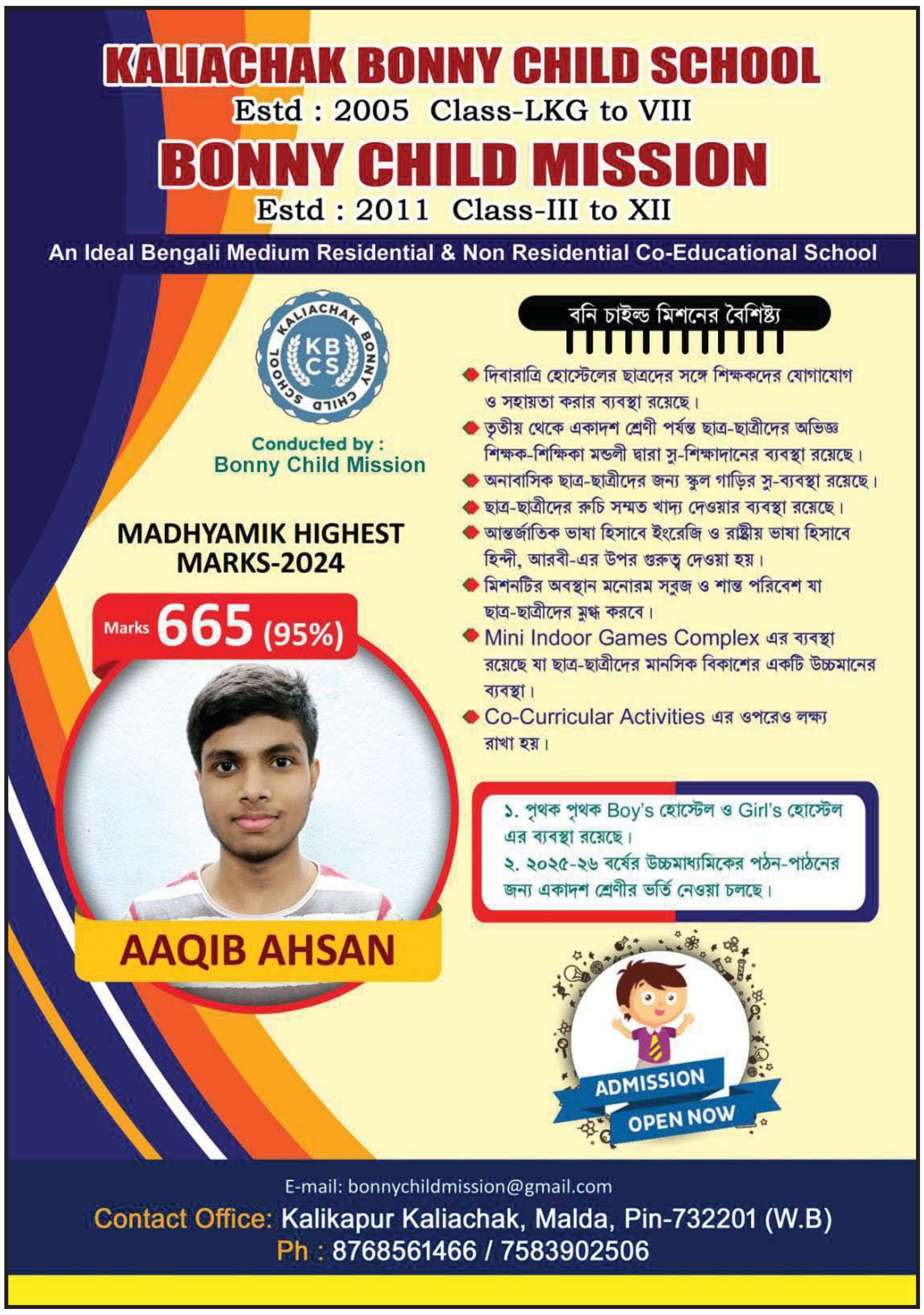

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭৮ সংখ্যা, ৩০ আশ্বিন ১৪৩১, ১২ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

দুর্নীতির বোঝা

বিশ্বে এমন কোনো দেশ নাই, যেইখানে দুর্নীতির চর্চা নাই। পার্থক্য এই যে কম আর বেশি। পৃথিবীতে বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন অর্থের দুর্নীতি চলিতেছে। এই দুর্নীতির বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঁধেই চাপে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমজনতা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারটি অনেক সময় খালি চোখে দেখিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া তাহারা ভাবিতে পারে যে, দেশে কোনো দুর্নীতি নাই। কেননা সিস্টেম লস, অনিয়ম, অদক্ষতা, অবহেলা, অব্যবস্থাপনাসহ নানাভাবে যেই দুর্নীতি হইতেছে, তাহা আবার সরকারই পরিশোধ করিতেছে। ভ্যাট-ট্যাক্স ও জরুরি সেবামূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার সেই টাকাটা জনগণের নিকট হইতে তুলিয়া লইতেছে। এইভাবে জনগণের অজান্তেই দুর্নীতির টাকা বাবদ জনগণেরই পকেট কাটা যাইতেছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের করদাতাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনো সচেতনতা বা ভাবান্তর নাই। লুঙ্গিপরা, ছিঁড়া কাপড় পরা, ভুখা-নাঙা অর্থাৎ নিত্যন্ত গরিব মানুষও কোনো না কোনোভাবে সেই টাকা পরিশোধ করিতেছে।

দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির জন্য সরকারকে সর্বদা দায়ী করে কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাহারা তো দুর্নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না। বরং দুর্নীতি লইয়া স্টাডি করিয়া বা আন্দোলন করিয়া কোনো না কোনোভাবে লাভবান হইতেছে। ইহাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে আমজনতা। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিশ্ব যাহাই বলি না কেন, সর্বত্র এ কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে আমজনতাকে নির্লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। যেমন—কোনো একটি গ্রামে রাস্তা নির্মাণের সময় প্রায়শই খবর প্রকাশিত হয় যে, কাজ না করিয়াই বিল উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহার পর কাজ শেষ না করিয়া সেই রাস্তা পড়িয়া থাকে বত্সরের পর বত্সর। এইভাবে বিভিন্ন প্রজেক্টে পুকুর চুরির খবর আমাদের অজানা নহে। 'সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল' প্রবাদ বাক্যের মতো নানাভাবে সরকারি অর্থ নয়ছয় ও অপব্যয়-অপচয় করা হয়। ইহাতে ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি জনপ্রতিনিধি হইতে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি কি ক্ষতিগ্রস্ত হন? মোটেও নহে। বরং তাহারা যোগসাজশ করিয়া জনগণের ট্যাক্সের অর্থ মারিয়া দেন। বিদেশি ঋণে কোনো প্রকল্প পরিচালিত হইলেও শেষ পর্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধের দায় চাপে জনগণের ঘাড়ে। এই যে দুর্নীতির কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নয়ন হইতে বঞ্চিত হইল, তাহাদের পকেট কাটা হইল, কিন্তু ইহাতেও দেখা যায় তাহারা নির্লিপ্ত! চোখের সম্মুখে অনিয়ম হইতে দেখিয়াও তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বাদ-প্রতিবাদ করে না।

অবশ্য উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ইহা ব্যতিক্রম। সেখানকার জনগণের প্রধান পরিচয় হইল তাহারা 'ট্যাক্সপেয়ার'। তাহাদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমীহ করিয়া চলেন। জনগণের এই উন্নত গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও সচেতনতার কারণে সেইখানে তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি ও অনিয়ম কম। কেননা সেখানে সকল কিছুর জন্য প্রশ্ন তোলা মাত্র কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু গরিব ও অনুন্নত দেশের মানুষ উলটা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তোয়াজ করিয়া থাকে। তাহারা ডাইরেক্ট-ইনডাইরেক্ট নানা প্রকার ট্যাক্সের মাধ্যমে সরকারকে অর্থ জোগাইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই অর্থের জবাবদিহিতা চাহিবার ব্যাপারে তাহারা বেখেয়াল, উদাসীন। যত দিন এই সকল দেশের ট্যাক্সপেয়াররা সচেতন ও সজাগ না হইবে, তত দিন এই সকল দেশে দুর্নীতি বন্ধ হইবে না। তাহাদের ভাগ্যোন্নয়নও হইবে না কখনো। এই জন্য গণতান্ত্রিক দেশে শেষ বিচারে জনগণকেই দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। জনপ্রতিনিধিকে দেওয়া মানপত্র অনুযায়ী যেই সকল উন্নয়নের দাবি তোলা হয় এবং ইশতেহার মোতাবেক যেই সকল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা কড়ায়গন্ডায় আদায় করিতে জানিতে হয়।

আমেরিকার ৯/১১-এর কাজ শেষ করতে চায় ইসরায়েল

ইসরায়েল বর্তমানে তার তাণ্ডবকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ৭ অক্টোবরের অজুহাত আঁকড়ে ধরছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের নব্য রক্ষণশীলেরা ৯/১১-এর সময় আল-কায়েদার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার অজুহাত কাজে লাগিয়েছিল। এসবই ছিল তাদের 'মধ্যপ্রাচ্য পুনর্নির্মাণের' ছুতা। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন **জনাথন কুক**।

প্রায় এক দশক আগে, একজন নেতৃস্থানীয় ইসরায়েলি মানবাধিকারকর্মীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি ইসরায়েলে নিযুক্ত ইউরোপের একজন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন যে সেই আলাপ করতে গিয়ে তিনি শঙ্কায় কেঁপে উঠেছিলেন।

আমাদের মানবাধিকারকর্মী রাষ্ট্রদূতকে একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ইসরায়েল রাষ্ট্র কোথায় থামবে, সেই সীমা কোথায়?

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাষ্ট্রদূত উত্তর দিয়েছিলেন, নেই, ইসরায়েলের থামার কোনো সীমা নেই। ইসরায়েল আজ গাজা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পর, সেই কথা একেবারে ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ শোনাচ্ছে। ইসরায়েলের থামার কোনো লাল দাগ দেওয়া সীমা নেই। কখনো ছিলও না।

- ইসরায়েল দেখিয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তি এড়াতে পশ্চিমাদের দেওয়া আইনি সীমা তারা মেনে চলবে না
- সহিংসতা আরও সহিংসতার জন্ম দেয়। ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের কয়েক দশকের কাঠামোগত সহিংসতা পরিস্থিতি এই পর্যায়ে নিয়ে গেছে।
- নব্য রক্ষণশীলেরা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লগিরিও বজায় রাখতে ইসরায়েলকে গুন্ডা হিসেবে কাজে লাগানোর পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক আদালত এড়িয়ে যাচ্ছে

ইসরায়েলের গাজা ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের দুটি সর্বোচ্চ আদালতও নীরব। কোন সীমা পর্যন্ত ইসরায়েল গেলে তারা কোন পদক্ষেপ নেবে, কেউ জানে না। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস জানুয়ারিতে গণহত্যার জন্য ইসরায়েলের বিচার করতে সম্মত হয়েছিলেন। গণহত্যা এক চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ। আদালত এমন বিষয়ে দ্রুত নির্দিষ্ট রায় দেওয়ার কথা। গাজার জনগণের হাতে তো অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। তাঁদের দেশ বধ্যভূমি হয়ে গেছে। অনাহারে কাটছে এক বছরের ওপর। অথচ আন্তর্জাতিক আদালতগুলোতে বিরাজ করছে নীরবতা। এই আদালত রায় দিয়েছিলেন যে ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরায়েলের ৫৭ বছরের সামরিক দখল অবৈধ। এই দখলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ করার অধিকার রয়েছে। ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করতে হবে।

পশ্চিমা রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যম স্পষ্ট কারণে এই রায়ের তাৎপর্য উপেক্ষা করেছে। এই উপেক্ষা বলে দেয় কেন হামাসের জন্ম হয়েছে। এই হামাসই আবার যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে নিষিদ্ধ। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের সমস্যা দ্বিমুখী। গাজায় গণহত্যা স্বীকার না করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের কাছে চাপের মধ্যে রয়েছে। আদালতের এ ধরনের রায় তাদের ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলবে। প্রকাশ করে দেবে যে এই সর্বোচ্চ অপরাধে তারা সরাসরি যুক্ত। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বাইরে এই আদালতের রায় প্রয়োগের কোনো ব্যবস্থা নেই। আর পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়ে নিয়মিত ইসরায়েলকে রক্ষা করে। একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টও (আইসিসি) নিজেকে সরিয়ে রাখছে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো আইসিসির যেকোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে বাধ্য। কিন্তু কয়েক মাস ধরে, আইসিসির বিচারকেরা পরোয়ানা অনুমোদন করতে বিলম্ব করেছেন। কারণ, তাঁরাও ওয়াশিংটনের ক্রোধের শিকার হতে চান না। একদিকে ইসরায়েল দেখিয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তি এড়াতে পশ্চিমাদের দেওয়া আইনি সীমা তারা মেনে চলবে না আর পশ্চিমা শক্তিগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে যে ইসরায়েলকে আটকানোর কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। তারা বরং তাদেরই দেওয়া সীমালঙ্ঘনে ইসরায়েলকে সহায়তা করবে।

অন্যদিকে মাসের পর মাস ইতস্তত করে এই দুটি আন্তর্জাতিক আদালত যুদ্ধের বিধিবিধানকে অসম্মান করেছেন। তাঁরা পারমাণবিক যুগে পৃথিবীকে জঙ্গল আইনের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।

যুদ্ধের পথে

পশ্চিমা রাজনীতিবিদ, পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম আর দুই আন্তর্জাতিক আদালতের জবাবদিহির কোনো বালাই নেই। আর এই জবাবদিহির অভাবই ইসরায়েলকে এখন অধিকৃত পশ্চিম তীর, লেবানন, ইয়েমেন ও সিরিয়াকে জড়িয়ে দিনের পর দিন রক্তপাত করার পথ প্রশস্ত করেছে। ইসরায়েলের যুদ্ধের যে মঞ্চ বানিয়েছে, তা এখন স্পষ্ট। পুরো বিশ্ব ইরানে ইসরায়েলি হামলা দেখার জন্য দর্শক হয়ে অপেক্ষা করছে। এক অঘোষিত আঞ্চলিক যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে প্রতিদিন। এর সঙ্গে আছে পারমাণবিক সংঘর্ষের শঙ্কা। কিন্তু কেন? এমনটা ঘটতে দেওয়া হচ্ছে কেন?

ইসরায়েলের পক্ষে যারা সাফাই দেয়, তাদের পক্ষে এর উত্তর সহজে দেওয়া সম্ভব। এই সাফাইবাদীদের মধ্যে পড়ে পশ্চিমা সব প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই কথা তারা স্পষ্টভাবে বলতে পারে না। বললে তাদের বর্ণবাদী চেহারা লুকিয়ে রাখা যাবে না। উত্তরটা এ রকম—ইসরায়েলিদের নিরাপদ রাখার জন্য গাজায় হামাস এবং তার সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। আর এর জন্য যারা ইসরায়েল আর পশ্চিমের সভ্যতাগত শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তাদেরও মুছে ফেলতে হবে। ইসরায়েলের সমালোচকদের 'অ্যান্টি-সেমেটিক' বলে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। তো এই সমালোচকেরা যুক্তি দেন যে কূটনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে কেবল সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ইসরায়েলিদের নিরাপদ করা যাবে না। সহিংসতা আরও সহিংসতার জন্ম দেয়। ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের কয়েক দশকের কাঠামোগত সহিংসতা পরিস্থিতি এই পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

সভ্যতার সংঘর্ষ

তবে এত কথা বলে আমরা সমস্যাটি বোঝার অর্ধেক মাত্র পার হলাম। ইসরায়েল এবার ফিলিস্তিনি জনগণকে নির্মূল করার জন্য সব কাজ শেষ করতে বদ্ধপরিকর বলে মনে হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় পশ্চিমাদের সমর্থন আছে। তাদের বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিক প্রকল্পটি তারই পূর্বাভাস দিয়েছিল। ইসরায়েল বারবার ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনকে জাতিগতভাবে নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী অভিজ্ঞতা বলছে যে ইসরায়েল থামবে না। এখন তারা ৭ অক্টোবরের ছুতা ধরে গাজায় গণহত্যা শুরু করেছে। সেটা পার পেয়ে গেলে শুরু হবে পশ্চিম তীরে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সময় নব্য রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত একদল চরম মতাদর্শী যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উদ্যোগ দখল করেছিল। তখন থেকে তারা ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, সে যে প্রশাসনই ক্ষমতায় থাকুক।

নব্য রক্ষণশীলদের বৈশিষ্ট্য হলো তাদের দুনিয়ার কেন্দ্রে আছে ইসরায়েল; তারা ইসরায়েলের ইহুদি আধিপত্যবাদ ও সামরিকবাদকে পশ্চিমের জন্য মডেল হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আসলে ঔপনিবেশিকতার চেতনায় নির্লজ্জ সাদা আধিপত্যবাদ ও যুদ্ধবাজিতে ফিরে আসতে চায়। ইসরায়েলের মতো এই নব্য রক্ষণশীলরা পৃথিবীকে দেখে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে সভ্যতার অন্তহীন সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। আর এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইন পশ্চিমাদের বিজয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া নব্য রক্ষণশীলেরা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লগিরিও বজায় রাখতে ইসরায়েলকে গুন্ডা হিসেবে কাজে লাগানোর পক্ষপাতী। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের জন্য যে কৌশল, এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইসরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের আধিপত্য অর্জনের জন্য ইসরায়েলের কৌশল তাই নব্য রক্ষণশীলেরা অনেক আগেই গ্রহণ করেছে। এর বিনিময়ে দাবি করেছে ইসরায়েলের সম্পূর্ণ আনুগত্য, যা কিছু এর বিপক্ষে দাঁড়াবে, সব ধ্বংস করে দেওয়া হবে। গাজায় এই কৌশলরই প্রয়োগ দেখলাম আমরা। ইসরায়েল সেখানকার পাঠাগার, স্কুল, হাসপাতাল, বাজার, সব ধ্বংস করে ফিলিস্তিনি জনগণকে অস্তিত্বহীন করতে চাইছে। যেন জাতীয় পরিচয় মুছে যায়। যেন প্রতিরোধ করার ইচ্ছাও বিলাসিতা বলে মনে হয়। যেন বেঁচে থাকাই সবচেয়ে বড় পাওয়া বলে মনে হয়। ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীর, লেবানন ও ইরানের জন্য একই পরিকল্পনা চালু করতে শুরু করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করা

এতক্ষণ যা বলা হলো, এর কোনোটাই নতুন নয়। ঠিক যেমন ইসরায়েল বর্তমানে তার তাণ্ডবকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ৭ অক্টোবরের অজুহাত আঁকড়ে ধরছে, তেমনই নব্য রক্ষণশীলরা এর আগে ৯/১১-এর সময় আল-কায়েদার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার অজুহাত কাজে লাগিয়েছিল। এসবই ছিল তাদের 'মধ্যপ্রাচ্য পুনর্নির্মাণের' ছুতা। সাবেক ন্যাটো কমান্ডার ওয়েসলি ক্লার্ক আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের পরপরই পেন্টাগনে একটি বৈঠকের কথা বর্ণনা করেছিলেন। বৈঠক ছিল ২০০৭ সালের। একজন কর্মকর্তা তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা পাঁচ বছরে সাতটি দেশের সরকারকে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে যাচ্ছি। ইরাক দিয়ে শুরু হবে। তারপরে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইরান।' এরপর ক্লার্ক নব্য রক্ষণশীলদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তারা চেয়েছিল যে আমরা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলি, ওলটপালট করে দিই, আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি।' আমি আমার ২০০৮ সালে ছাপা হওয়া বই ইসরায়েল এন্ড দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস এ নথিপত্রসহ দেখিয়েছি যে ইরাক-পরবর্তী পর্বে পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় অংশের দায়িত্ব ছিল ইসরায়েলের। সে অনুযায়ী তারা ২০০৬ সালে লেবাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। সেখান থেকে তাদের আক্রমণ সিরিয়া ও ইরান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেই যুদ্ধ আরও বাড়ানোর অজুহাত পেত। ইসরায়েল লেবাননে প্রথম ধাপে আটকে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি ভন্ডুল হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত বোমা দিয়ে বৈরুতের মতো শহরগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিল ওরা। কিন্তু ইসরায়েলি সেনারা দক্ষিণ লেবাননে স্থল আক্রমণে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সুবিধা করতে পারেননি। পশ্চিমারা পরবর্তী সময়ে সিরিয়া ও লিবিয়াকে মোকাবিলা করার অন্যান্য উপায় খুঁজে বের করে।

তিক্ত সমাপ্তির দিকে

এখন আমরা ফিরে আসি যেখানে আমরা শুরু করেছি। ইসরায়েল, হিজবুল্লাহ ও ইরান—সবাই এই দ্বিতীয় দফার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পশ্চিমাদের আর ইসরায়েলের লক্ষ্য আগের মতোই আছে। গাজার মতো লেবানন ও ইরানকে ধ্বংস করা। লেবানন আর ইরানের জনগণকে এক আদিম যুগের রাষ্ট্রে নিমজ্জিত করা। তারা যেন উপজাতি, গোত্রে বিভক্ত হয়ে শুধু বেঁচে থাকার জন্য কামড়াকামড়ি করে মরে।

দুই দশক আগের মতোই এই লক্ষ্য আজকেও বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি ইসরায়েলের শীর্ষ সামরিক মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারিকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে 'কেউ যদি মনে করে আমরা হামাসকে নির্মূল করতে পারব, তাহলে তারা ভুল ভাবছে।' ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আবারও দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর গেরিলা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। গত সপ্তাহে ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনাগুলোতে ইরানের খুব সীমিত আকারে নমুনা ব্যালিস্টিক-মিসাইল আক্রমণ দেখিয়েছে যে তারা ইসরায়েলের মার্কিন সরবরাহকৃত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে। গত সপ্তাহে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার চেপে রাখা কথাটা বলেই ফেলেছেন, 'আমরা কখনোই হামাসের সঙ্গে কূটনৈতিক সমাধান চাইনি।' ব্রাউন ইউনিভার্সিটি হিসাব করে দেখিয়েছে যে কম করে হলেও যুক্তরাষ্ট্র গত এক বছরে ইসরায়েলে সামরিক সহায়তা হিসেবে ২২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। গাজায় বসবাসকারী প্রত্যেক ফিলিস্তিনির মধ্যে এই অর্থ ব্যয় করলে প্রত্যেকে ১০ হাজার ডলারের বেশি করে পেতেন। ওয়াশিংটনের পকেট তলাবিহীন বলে মনে হচ্ছে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মরিয়া হওয়ার, গণহত্যার কোনো দাগ কেউ টেনে দিতে পারেনি। ইউরোপের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। তারা সবাই কোনো এক তিক্ত সমাপ্তি পর্যন্ত এই সংঘাত চালিয়ে যেতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা কি ফিরিয়ে আনতে পারবেন ওমর আবদুল্লাহ্

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আবদুল্লাহ্। আগামীকাল বুধবার তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। উপরাজ্যপাল গতকাল সোমবার ওমরকে চিঠি দিয়ে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগের দিন রোববার জম্মু-কাশ্মীরে জারি থাকা রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটানো হয়।

ওমর আবদুল্লাহ্ এর আগেও জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তবে তখন সেটা ছিল পূর্ণ রাজ্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার পর এটাই বিধানসভার প্রথম নির্বাচন। সেই নির্বাচনে জিতে এবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন খণ্ডিত জম্মু-কাশ্মীরের।

শ্রীনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওমর 'ইন্ডিয়া' জোটের সব শরিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কংগ্রেস, সিপিএম এই ভোটে এনসির মিত্র ছিল। পিডিপি আলাদা লড়লেও তারাও 'ইন্ডিয়া'র সঙ্গী। আমন্ত্রিত তারাও। যেমন আমন্ত্রিত আম আদমি পার্টি (আপ)। তারা একটি আসনে জিতেছে। ডোডায়। ওমরের সরকারকে আপ নিঃশর্ত সমর্থন দিচ্ছে। তারা মন্ত্রিসভায়ও যোগ দিতে আগ্রহী। ওমর চাইছেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে বিরোধী শক্তির প্ল্যাটফর্ম করে তুলতে। ভোটে এনসি-সিপিএম-কংগ্রেস জোট নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলেও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে ওমর দুশ্চিন্তায় ছিলেন। কারণ, জম্মু অঞ্চল থেকে জোটের কোনো হিন্দু প্রার্থী জিততে পারেননি। সেই দুশ্চিন্তা দূর করেছেন ৪ স্বতন্ত্র। তাঁরা হলেন পেয়ারেলাল শর্মা, সতীশ শর্মা, চৌধুরী মহম্মদ আক্রম ও রামেশ্বর সিং। জম্মু ও কাশ্মীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে জম্মুর হিন্দুদের মন্ত্রী করা সহজ হবে। মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা সিপিএমের প্রবীন নেতা ইউসুফ তারিগামিরও। তবে আপের বিধায়ক মন্ত্রী হবেন কি না, এখনো নিশ্চিত নয়। কংগ্রেস অবশ্যই মন্ত্রিত্ব চায়।

মন্ত্রিসভা গঠনের আগে উপরাজ্যপাল পাঁচজনকে মনোনীত করবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ভোটের আগে বিজেপি যদিও সেই পাঁচজন সদস্যের নাম জানিয়েছিল। প্রত্যেকেই বিজেপির নেতা। তাঁদের প্রত্যেকের ভোটদানের অধিকারও থাকবে। তখন থেকেই তাঁদের নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিজেপির সঙ্গে বিরোধীদের চাপান-উতোরের সূত্রপাত। বিরোধীদের দাবি, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই মনোনীত সদস্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। যেমন হয় সংসদে। রাজ্য পুনর্গঠন আইনে যদিও সেই বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। মনোনীতদের ধরলে বিধানসভার বহর ৯০ থেকে বেড়ে ৯৫ হয়। সরকার গড়া ও আস্থা ভোটে জিততে প্রয়োজন ৪৮ জনের সমর্থন। সে ক্ষেত্রে সরকারের রয়েছে ৫৫ জনের সমর্থন। বিধানসভায় সদস্য মনোনয়ন নিয়ে বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। অভিষেক মনু সিংভির আবেদন অবশ্য গতকাল সোমবার সুপ্রিম কোর্ট গ্রাহ্য করেননি। আবেদনকারীকে বলা হয়, উপরাজ্যপাল এখনো কাউকে মনোনয়ন করেননি। তাই এই বিষয়ে আগে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টে আবেদন জানাতে হবে। হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ না দিলে তখন সুপ্রিম কোর্টে আসা যাবে।

জম্মু-কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর হাল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো হবে কি না, সেই জল্পনা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। ওমরকে কেজরিওয়াল এ কথাও বলেছেন, কীভাবে 'হাফ স্টেট' চালাতে হয় সেই পরামর্শ তাঁকে দিতে তিনি প্রস্তুত। অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে রাজি। কিন্তু ওমর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে যা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে, শুরু থেকেই তিনি দিল্লির সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় হাঁটতে চান না। বরং সহযোগিতার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করবেন মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

ওমর বিলক্ষণ জানেন, দিল্লির মতো জম্মু-কাশ্মীরও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। সেখানকার ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালের মধ্যে বিভাজিত, তা ছাড়া দিল্লির মতো জম্মু-কাশ্মীরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত এলাকা নয়। কেন্দ্রের ওপর নির্ভর না করে তাঁদের উপায় নেই। সে জন্য মানুষের স্বার্থে শুরু থেকে সংঘাতে না গিয়ে সহযোগিতাই তিনি শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে করছেন।

ওমর অবশ্য চান, যত দ্রুত সম্ভব পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা যেন ফিরে আসে। তবে সে জন্য সংঘাতে গেলে লাভ নেই। সংঘাতের অর্থ জনজীবনে নতুন করে অশান্তি সৃষ্টি। বিজেপি নেতা রাম মাধব বলেই দিয়েছেন, রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার আগে কেন্দ্রকে নিশ্চিত হতে হবে যে সংঘাত ও সংঘর্ষপূর্ণ সেই পুরোনো দিনগুলো আর ফেরত আসবে না। উপত্যকার রায় ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের বিরুদ্ধে হলেও সেই প্রশ্নেও এনসি তাড়াহুড়া করতে রাজি নয়। লড়াইটা তারা রাজনৈতিক স্তরে না নিয়ে আইনি পর্যায়ে মীমাংসায় বেশি আগ্রহী। সে জন্য ভবিষ্যতে কেন্দ্রে সরকার বদলের অপেক্ষায় তারা থাকবে।

উপত্যকার মানুষের পাশাপাশি জম্মুর মানুষেরও যে সমর্থন এনসি পেয়েছে, সেই 'গুড উইল' তারা নষ্ট হতে দিতে চায় না। সেই কারণে ওমরের বাবা ফারুক আবদুল্লাহ জম্মুতে বসবাসরত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আহ্বান জানিয়েছেন উপত্যকায় ফেরত আসতে। ফারুক তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জানিয়েছেন, নতুন সরকার তাঁদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করবে।

সরকার গড়ার আগে এনসির এই ইতিবাচক বার্তা কেন্দ্র কতটা আমল দেয়, তা দেখার। রাজনৈতিক মহল সে জন্য অপেক্ষায় থাকতে চাইছে। প্রথম বার্তা আসবে উপরাজ্যপালের দিক থেকে। সদস্য মনোনয়নের মধ্য দিয়ে। দেখার এটাই, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে উপরাজ্যপাল পাঁচ মনোনীত সদস্য নিযুক্ত করেন কি না। করলে এক বার্তা, না করলে অন্য রকম। এ কথাও শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্র উপরাজ্যপালের বদলও ঘটাতে পারে। সেটা হলে মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপাল দুজনকেই নতুন ক্যানভাস দেওয়া হবে, যাতে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় দুজনেই শুরু করতে পারেন।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

২০২৪ সালে মহানবী সা.-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করেন এক কোটিরও বেশি মানুষ

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালে মহানবী (সা.)-এর রওজা জিয়ারত করেছেন ১ কোটিরও বেশি মানুষ। জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর রওজা জিয়ারত করেছেন ১ কোটি ৬ লাখ মানুষ। এই জিয়ারতকারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫৮ লাখ এবং নারীর সংখ্যা ৪৭ লাখ।
শতাংশ হিসেবে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের ১০ মাসে দর্শনার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬ শতাংশ। সৌদি সরকারের হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে মক্কার কাবা শরিফের পর দ্বিতীয় পবিত্র স্থান মসজিদে নববি। ১৪ হিজরি সনে মদিনায় হিজরতের পর মহনবী (সা.) নিজের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করেছিলেন এই মসজিদ। এই মসজিদের চত্বরের এক অংশে অবস্থিত মহানবীর রওজা শরীফ। সৌদি আরবে এই রওজা 'আল রওজা আল শরিফা' নামে পরিচিত।
প্রতি বছর হজ এবং উমরাহ পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সৌদি আরবে যান লাখ লাখ মানুষ। হজ কিংবা উমরাহে যেসব আচার পালন করতে হয়, সেসবের মধ্যে নবীর রওজা জিয়ারত করা বাধ্যতামূলক নয়; তবে অনেকেই হজ-উমরাহর আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে নবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে মসজিদে নববিতে বা 'আল রওজা আল শরিফা' জিয়ারত করেন।
সৌদির উমরাহ ও হজ মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রওজায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা দর্শনার্থীদের পরিষেবা ব্যবস্থা চলতি বছর অনেকটায় উন্নত করা হয়েছে। ভিড়ের কারণে মুসল্লিদের যেন হয়রানির শিকার হতে না হয়– সে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মুসল্লিদের সহযোগিতার জন্য নতুন গাইড নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব গাইডরা আরবি ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় পারদর্শী।
প্রসঙ্গত, নবীর রওজার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গত বছর রওজার চারপাশ পিতলের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে সৌদি সরকার।

ইসলামাবাদে 'লকডাউন', ৩ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক আন্তঃসরকার জোট সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানী ইসলামাবাদজুড়ে লকডাউন জারি করেছে পাকিস্তানের সরকার। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে তিন দিন সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, এটি ১১ বছরের মধ্যে চীনের কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রথম পাকিস্তান সফর। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সোমবার জানিয়েছে, শাহবাজ শরিফ (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) বিমানবন্দরে লিকে স্বাগত জানিয়েছেন।
মঙ্গল ও বুধবার ইসলামাবাদে চীন, ভারত, ইরান এবং রাশিয়াসহ ৯টি পূর্ণ সদস্য দেশকে সঙ্গে নিয়ে এসসিও বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
মধ্য এশিয়া এবং বিস্তৃত অঞ্চলে নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য ২০০১ সালে চীন ও রাশিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্থাটি।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি এসসিও-তে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিনিধিত্ব করবেন চীন, রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরা।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন মতে, এসসিও বৈঠক ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য পাকিস্তান সরকার সোমবার থেকে ইসলামাবাদে তিনদিনের জন্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। এসময় স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং শহরজুড়ে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর বিশাল দল মোতায়েন থাকবে।

কিউবায় ফিলিস্তিনপন্থী মিছিল, নেতৃত্ব দিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: এক বছরের বেশি সময়ে ধরে ফিলিস্তিনে বর্বরতা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৪২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। বেশ কয়েকবার যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি। ফিলিস্তিনে যুদ্ধ বন্ধে আহ্বান জানিয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ। এমন অবস্থায় ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরোধিতা করে ক্যারিবিয়ান দেশ কিউবাতে ফিলিস্তিনপন্থি বিশাল বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজপথে হাজারও মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল।
মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
কিউবায় বসবাসরত প্রায় ২৫০ ফিলিস্তিনি মেডিকেল শিক্ষার্থীও এই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। মিছিলে বিক্ষোভকারীরা একটি বড় ব্যানার বহন করেন যাতে লেখা ছিল, 'স্বাধীন ফিলিস্তিন দীর্ঘজীবী হোক'। মিছিলে অংশ নেয়া মিশেল মারিনো নামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক শিক্ষার্থী বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেন, আমরা এখানে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য দাবি, তাদের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েল যে গণহত্যা চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।
কিউবাতে অধ্যয়নরত আরেক ফিলিস্তিনি ছাত্র মোহাম্মদ সুওয়ান জনতার উদ্দেশে বলেন, গাজা ও পশ্চিম তীরে বিশ্ব 'পঙ্গু' হয়ে গেছে। বিশ্ব মোড়লরাও এই ট্র্যাজেডি বন্ধ করতে ব্যর্থ।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, ফিলিস্তিনপন্থি এই বিক্ষোভ মিছিলটি গত ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধের বার্ষিকীতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হ্যারিকেন মিল্টনের কারণে সেসময় মিছিলটি স্থগিত করা হয়েছিল।
মহাশক্তিশালী ওই সামুদ্রিক ঝড় গত সপ্তাহে কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হানে।
উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গাজায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৪২ হাজার ৩০০ জন লোক নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া ৯৮ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

গাজার সঙ্গে হিরোশিমার তুলনা করলেন জাপানি নোবেলজয়ী

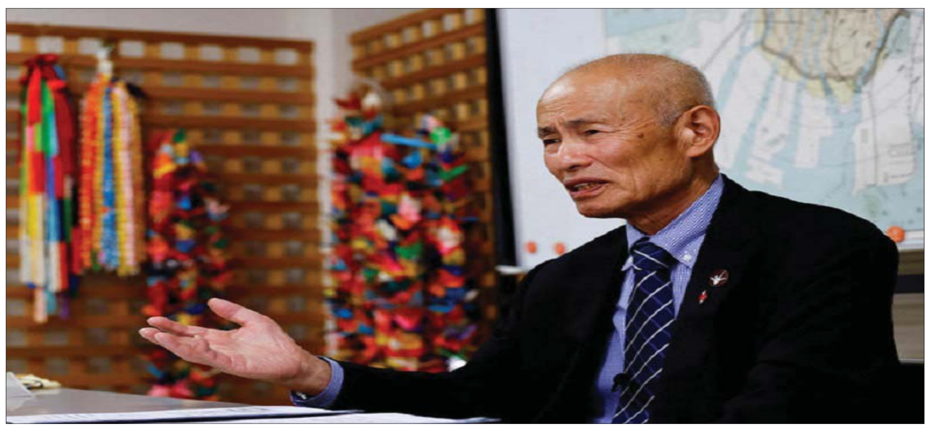

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ধ্বংসপুরীতে রূপ নেয়া ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বর্তমান পরিস্থীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের ছোড়া পরমাণু বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাপানের হিরোশিমা শহরের পরিস্থীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী সংগঠন নিহন হিদানকিও -এর নেতা তোশিয়ুকা মিমাকি।
পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ায় কাজ করে যাওয়া নিহন হিদানকিও -এর এই নেতা নোবেল জয়ের প্রতিক্রিয়ায় জানান, গাজার কর্মীরা এ পুরস্কারের যোগ্য ছিল।
নোবেল জয়ের প্রতিক্রিয়ায় গাজার বর্তমান পরিস্থীতির সঙ্গে হিরোশিমার তুলনা করেন পারমাণবিক বোমা হামলায় বেঁচে যাওয়া এই নেতা।
তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে ভেবেছিলাম গাজার লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করবে, যেমনটি আমরা দেখেছি। গাজায় রক্তাক্ত শিশুদের তাদের পিতামাতারা আটকে রেখেছে। এটা ৮০ বছর আগের জাপানের মতো।'
এদিকে তার এমন মন্তব্যের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েল। জাপানে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত তার এ তুলনাকে 'আপত্তিকর এবং ভিত্তিহীন' বলে আক্রমণ করেছেন এবং বলেছেন- এ ধরনের তুলনা 'ইতিহাসকে বিকৃত করে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অসম্মান করে।'
এর আগে গত আগস্টে ১৯৪৫ সালের পারমাণবিক বোমা হামলায় নিহতদের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে; যার প্রতিক্রিয়ায় জাপানে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতরা ঘোষণা করেন তারা নিহতদের স্মরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না।
উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমায় মার্কিন বোমা হামলায় কমপক্ষে ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল এবং এর তিন দিন পরে নাগাসাকিতে আরও ৭৪ হাজার মানুষ মারা যায়। নিহন হিদানকিও বিস্ফোরণের স্মরণে এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রচারণার জন্য বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।
অন্যদিকে ইসরায়েলি হামলায় গত ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৪২ হাজার ২৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে; যার মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি শিশু এবং মহিলা।

ইরানের বিরুদ্ধে এবার ইইউ'র নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে এবার ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইউরোপের দেশগুলোর জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। রাশিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সরবরাহের অভিযোগে ইরানের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
সোমবার (১৪ অক্টোবর) ইউরোপীয় কাউন্সিল জানায়, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য মস্কোয় অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহের কারণে ইরানের সাত ব্যক্তি ও সাতটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। তাদের সম্পদ জব্দ করা হবে ও তারা ইউরোপে ভ্রমণ করতে পারবেন না।
নিষেধাজ্ঞা পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ইরানের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী সৈয়দ হামজা ঘালানদারি, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের কুদস ফোর্সের উচ্চপদস্থ সদস্য ও ইরানের তিনটি বিমান সংস্থা যার মধ্যে ইরান এয়ারও রয়েছে।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডার লায়েন এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধে ইরান সরকারের সমর্থন অগ্রহণযোগ্য ও এটি অবশ্যই বন্ধ হতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে আমি রাশিয়ায় ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের এই নিষেধাজ্ঞা আরোপকে স্বাগত জানাই। ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহাও এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, যারা আগ্রাসনকে সমর্থন দেয়, তাদের অবশ্যই দায় নিতে হবে ও মূল্য দিতে হবে। ইইউয়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, ইরান রাশিয়ায় কোনো ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেনি। এসব নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি। এর আগে সোমবার ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগে ইরানের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাজ্য। এছাড়া শুক্রবার (১১ অক্টোবর) ইরানের তেল খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র।

জনসমক্ষে এলেন ইরানের কুদস ফোর্সের প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের হামলায় নিহত হওয়ার গুঞ্জন ওঠা ইরানি কমান্ডার ইসমাইল কানি দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর মঙ্গলবার জনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। এ দিন তাকে লেবাননে নিহত জেনারেল আব্বাস নিলফরৌশানের জানাজায় অংশ নিতে দেখা যায়।
নিলফরৌশান ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের একজন জেনারেল ছিলেন। গত মাসে বৈরুতে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন তিনি। ওই হামলায় হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরাল্লাহও নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে কানি হলেন রেভল্যুশনারি গার্ডের বিদেশি অপারেশন শাখা কুদস ফোর্সের প্রধান। তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে জনসম্মুখে ছিলেন না। তিনি লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন বলেও কিছু গণমাধ্যমে গুজব ছড়ায়।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে মধ্য তেহরানের ইমাম হোসেন স্কয়ারে নিলফরৌশানের জানাজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তেহরানের রাস্তায় গার্ডরা কাঁধে নিলফরৌশানের কফিন নিয়ে প্রদক্ষিণ করে। হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ নেয়, অনেকেই হিজবুল্লাহর হলুদ ব্যানার, ইরানি ও ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করে এবং 'ইসরায়েলের মৃত্যু হোক' স্লোগান দেয়। এ আনুষ্ঠানিকতার মাঝেই কানিকে সবুজ সামরিক পোশাকে দেখা যায়।
এর আগে সোমবার ইরাকে নিলফরৌশানের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার তেহরানে আরেকটি বিদায় অনুষ্ঠান শেষে কফিনটি কোম শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। বুধবার মাশহাদে আরো একটি আনুষ্ঠানিকতা শেষে বৃহস্পতিবার তার নিজ শহর ইসফাহানে দাফন করা হবে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার জানায়, নিলফরৌশান ও নাসরাল্লাহর মৃত্যুর জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে বিচারের আওতায় আনতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র তার 'সর্বশক্তি' প্রয়োগ করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করল ব্রিটেন

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত বসতি স্থাপনকারীদের অবৈধ ফাঁড়ি ও চারটি সংগঠনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ব্রিটেন নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। এই নিষেধাজ্ঞাগুলো ফেব্রুয়ারির পর লন্ডনের পক্ষ থেকে বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আরোপিত তৃতীয় দফা পদক্ষেপ। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা বসতিগুলোর মধ্যে রয়েছে তিরজা ভ্যালি ফার্ম ফাঁড়ি, মেতারিম ফাঁড়ি ও শুভি ইরেৎজ ফাঁড়ি। আর সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় স্কুল ওদ ইয়োসেফ চাই ইয়েশিভা, এনজিও হাশোমের ইয়োশ, দাতব্য সংস্থা তোরাত লেচিমা ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আমানা। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি বলেন, ইসরায়েলি সরকারের 'নিষ্ক্রিয়তা...দায়মুক্তির পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে পেরেছে'। তিনি আরো বলেন, 'আজকের এই পদক্ষেপগুলো মানবাধিকারের এমন জঘন্য লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সহায়তা করবে।' একই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলকে 'বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা কঠোরভাবে দমন ও ফিলিস্তিনি ভূমিতে বসতি সম্প্রসারণ বন্ধ' করার আহ্বান জানান। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে হাশোমের ইয়োশও রয়েছে। লন্ডনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, এই সংগঠনটি 'অবৈধ ফাঁড়ির জন্য স্বেচ্ছাসেবক সরবরাহ করে'। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা এই বছর একটি গ্রামে বেড়া দিয়েছে, যাতে জোরপূর্বক উৎখাত হওয়া ২৫০ জন ফিলিস্তিনি বাসিন্দা ফিরে আসতে না পারে। হামাস গত বছর অক্টোবরে ইসরায়েলের ওপর হামলা চালানোর পর থেকে পশ্চিম তীরে সহিংসতা বেড়ে গেছে।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সোমবার জানায়, জেনিন শহরে ইসরায়েলি বাহিনী দুই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে এক কিশোরও ছিল। ওই শহরে প্রায়ই সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।
রামাল্লাভিত্তিক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে, গত এক বছরে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের হাতে সাত শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৬ মি.

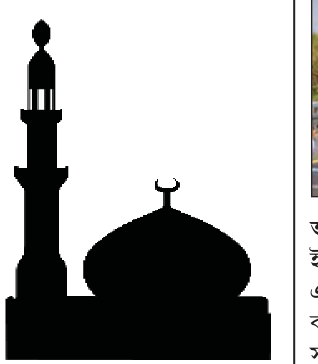

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৩	৫.৩৪
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.৩৩	
মাগরিব	৫.১৬	
এশা	৬.২৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

ইসরায়েলে বন্দুক হামলায় পুলিশ নিহত, আহত ৫

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ইসরায়েলের আশদোদ শহরে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে এক বন্দুকধারী। এতে অন্তত এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো পাঁচজন। মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) আশদোদের ইয়াভনি এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। ইসরায়েলি পুলিশ এই হামলার ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে অভিহিত করেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, আশদোদ থেকে তেল আবিবকে সংযোগকারী মহাসড়কের পাশে ইয়াভনি ইন্টারচেঞ্জের কাছে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে ওই হামলাকারী।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সংযোগ সড়ক ধ্বংস করে দিল উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: চলমান উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় দুই কোরিয়ার সীমান্তের কাছে আন্তঃকোরীয় সড়ক ও রেল লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করেছে উত্তর কোরিয়া। মঙ্গলবার ওই সড়ক ও রেল লাইনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করে দেয় তারা। এর প্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী সতর্কতামূলক গুলি ছোড়ে।
দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে দক্ষিণের সাথে সংযুক্ত কিছু সড়ক ও রেললাইনের উত্তরাংশ ধ্বংস করা হয়। দক্ষিণের সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সীমান্ত সড়কে বিস্ফোরণ ঘটে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে থাকে। তবে বিস্ফোরণের আগে দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে কালো বেড়া দিয়েছিল উত্তর কোরিয়া।
দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে দেখা গেছে, সেখানকার সড়ক চিহ্নে লেখা আছে 'বিদায়'এবং উত্তর কোরিয়ার কেসং শহরটি ১০ মিটার দূরে। ভিডিওতে কয়েকটি ডাম্প ট্রাক ও মাটি সরানোর যন্ত্রাংশ দেখা গেছে। উত্তর কোরিয়ার সামরিক কর্মকর্তারা সেই যানবাহনগুলো পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা দিচ্ছেন।
সিউলের একীকরণ মন্ত্রণালয় উত্তর কোরিয়ার এ ঘটনাকে 'অত্যন্ত অস্বাভাবিক' বলে অভিহিত করেছে এবং একে আন্তঃকোরীয় পূর্বের চুক্তিগুলোর স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে নিন্দা করেছে।

গাজায় বাস্তুচ্যুতদের তাঁবুতে ইসরায়েলের হামলা, আগুনে পুড়ে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার আল-আকসা শহিদ হাসপাতালের মাঠে নির্মিত তাঁবুতে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হামলায় তিন ফিলিস্তিনি নিহত এবং অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন।
সংবাদমাধ্যম আল-মায়াদিন জানিয়েছে, রোববার (১৩ অক্টোবর) মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ শহরে অবস্থিত এই হাসপাতালের মাঠে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের অস্থায়ী তাঁবুতে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলার পরপরই আগুন ধরে যায়, যা ৩০টি তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়ে। এই তাঁবুগুলোতে থাকা বেসামরিক নাগরিকরা আগুনের মধ্যে আটকা পড়ে।
গাজার সিভিল ডিফেন্সের মতে, ইসরায়েলের এই আগ্রাসন দেখিয়ে দিল যে, গাজার কোনো স্থানই এখন নিরাপদ নয়।
এছাড়াও আল-মুফতি স্কুলেও বোমা হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। যেখানে ২২ ফিলিস্তিনি নিহত হন। যার মধ্যে ১৫টি শিশু এবং একজন নারী ছিলেন। এই স্কুলটিতে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল এবং এটি কোনো যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল না।

ভেনিজুয়েলা থেকে বিরোধী নেতা পালিয়েছেন: মাদুরো

আপনজন ডেস্ক: ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দাবি করেছেন, বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।
সোমবার মাদুরো এ দাবি করেন। একইসাথে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে বিরোধী নেত্রীর এই প্রস্থানকে জালিয়াতি বলে নিন্দা করেন তিনি। জুলাইয়ের নির্বাচনে মাদুরো নিজেকে বিজয়ী দাবি করার পর আগস্ট থেকে মাচাদো ভেনিজুয়েলায় আত্মগোপনে রয়েছেন।
বিরোধী দল জোর দিয়ে বলেছে, তাদের প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া নিরঙ্কুশ ভোটে জয়লাভ করেছেন। গঞ্জালেজ উরুতিয়া এখন স্পেনে নির্বাসিত।
মাদুরো সরাসরি মাচাদোর নাম উল্লেখ না করে তার টেলিভিশন প্রোগ্রামে সহাস্যে বলেন, 'কাউকে না বলে তিনি দেশ ছেড়েছেন, আমার সূত্র আমাকে বলেছে, তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।'
তিনি বিরোধীদের কাপুরুষ অভিহিত করে বলেন, তারা ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার বার্তা চালু করতে পারদর্শী।
তবে বিরোধীরা তাৎক্ষণিকভাবে মাদুরোর মন্তব্যের কোনো পাল্টা মন্তব্য করতে অস্বিকার করেছে।

প্রথম নজর

পথ নিরাপত্তার প্রচারে বিজয়ার শুভেচ্ছা থানার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: শারদীয়া দুর্গোৎসব ঘিরে মেতে উঠেছিল আপামর বাঙালি। পঞ্জিকার দিনক্ষণ অনুসারে নিয়মনীতি তথা আচার আচরণ বিধি পালনের মাধ্যমে জেলার সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্বিঘ্নেই পালিত হয় দুর্গোৎসব।প্রতিমা বিসর্জনের পর চলছে বিজয়াদশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় সহ মিষ্টি মুখ করানোর পর্ব। সেরূপ মঙ্গলবার সদাইপুর থানার উদ্যোগে বিজয়াদশমী কে সামনে রেখে "সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ" কর্মসূচি পালন করা হয়।এদিন সদাইপুর থানার আওতাধীন ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে জাম্বুনি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় "বিজয়া শুভেচ্ছা" শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে চালক ও পথচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নিরাপদ ড্রাইভিং অনুশীলনের প্রচার করা। "সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ" সম্পর্কিত সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি পথ চলতি মানুষজন সহ গাড়ির চালকদের ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টিআই) সিউড়ি,সদাইপুর থানার ওসি মহম্মদ মিকাইল মিঞা সহ স্থানীয় থানার অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও সিভিকভলিন্টিয়ারগন।

'সম্প্রীতির' লক্ষ্মী পুজো উদ্বোধন শতাব্দী রায়ের

নকীব উদ্দিন গাজী ● সোনারপুর

আপনজন: ছোট একটি গ্রাম যেখানে এসব ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করে হিন্দু মুসলিম মিলেলক্ষ্মীপুজো করেন। প্রতি বছর এই পুজো ঘট করে হয়ে আসছে সদিয়াল গ্রামে। ফাইবার ও প্লাইউড দিয়ে রাঁচির মাইথনের ম্যারেজ হাউসের আদলে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। থাকবে এক লক্ষ ঝিনুক ও কৃত্তিম মুক্তার লক্ষী প্রতিমা। মঙ্গলবার ঘটা করে উদ্বোধন হয়ে গেল এই পুজোর। সদিয়াল গ্রামের এই লক্ষীপুজোকে ঘিরে চলে আটদিন ধরে উৎসব।

সদিয়ালের আমরা সবাই ভাই ভাই ও সদিয়াল জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এই পুজো এবার ১৮ বছরে পড়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন থাকেন এই পুজোর দায়িত্বে। পুজোকে ঘিরে গ্রামের লোকজনের বাড়িতে আত্মীয়দের সমাগম হয়। মথুরাপুর, রায়দিঘী, মন্দিরবাজার শুধু নয়, বারুইপুর, কাকদ্বীপ, জয়নগর, সোনারপুর থেকেও মানুষজন ভিড় করে সদিয়ালের পুজো মণ্ডপে। পুজোর কর্তা মথুরাপুর লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার বলেন, সম্প্রীতির এই পুজো কে ঘিরে কয়েক মাস আগে থাকতেই চলে প্রস্তুতি। রথের দিন লক্ষী পুজোর খুঁটি পুজো হয়ে যায়। এবারে মণ্ডপের পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ তালপাতার রাম ও সীতা ও পাটজাত দ্রব্য দিয়ে রামায়নে ভরতের খড়ম পুজোকে তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে।

মঙ্গোল বার এই পুজো ফিতে কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার পর শুভ সূচনা করেন বীরভূমের সাংসদ তথা জনপ্রিয় বিশিষ্ট অভিনেত্রী শতাব্দী রায়। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক জয়দেব হালদার, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, কাকদ্বীপের মন্টুরাম পাখিরা, রায়দিঘির ডা: অলক জলদাতা, কুলপির যোগরঞ্জন হালদার, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, মথুরাপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র মন্ডল, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও।

দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে ভূগোল বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভূগোল,পরিবেশ এবং সংস্কৃতি' শীর্ষক বইটি গত ৮ ই অক্টোবর বালুরঘাট পুরসভা পরিচালিত "সুবর্ণ তট" সভাগৃহে প্রকাশিত হলো। বইটির লেখক,পেশায় শিক্ষক সজল মজুমদার। উক্ত বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধক ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিনাজপুর মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের ডিন অধ্যাপক ড: জ্যোতির্ময় কার ফর্মা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড: সমিত কুমার সাহা, ইতিহাসবিদ ড: সমিত ঘোষ, বঙ্গরত্ন ও সমাজসেবী তাপস কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষা

ইনস্টিটিউটের কর্মধার দীপক মন্ডল, লেখক কৃষ্ণপদ মন্ডল এবং সমাজসেবী প্রদীপ সাহা, বরিষ্ঠ শিক্ষক সম্বিত ফনি সহ জেলার একাধিক কবি ,লেখক ,পত্রিকা সম্পাদক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শারদীয়ার আগমনী গান দিয়ে শুভ সূচনা করেন সংগীতশিল্পী পঞ্চমী ভাদুরি।

মনোজ্ঞ আবৃত্তি পরিবেশন করেন সঙ্গীতা দাশ হোর এবং দেবারতি অধিকারী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সোমেন পাল।

বাঁকুড়া হাসপাতালের সামনে শাঁখ বাজিয়ে দ্রোহের কার্নিভাল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ওয়েষ্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস্ ফোরামে'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'বাঁকুড়া বাসী দিচ্ছে ডাক, আমার দুর্গা বিচার পাক' স্লোগানকে সামনে রেখে 'রক্ত দেবো, জীবন দেবো, দিদির বিচার ছিনিয়ে নেবো' লেখা পোষ্টার হাতে 'দ্রোহের মিছিলে' অংশ নিলেন অসংখ্য মানুষ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে শাঁখ বাজিয়ে মিছিলের সূচনা হয়।

আন্দোলনকারী ও এদিন অনশনে অংশ নেওয়া জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে অসংখ্য সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মিছিলে পথ হেঁটেছেন।

আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষে সুষমা ভক্ত, মেঘা চক্রবর্তীরা বলেন, মাটির প্রতিমা নিয়ে কার্নিভালে দেবী নেই, দশ দফা দাবি নিয়ে আমাদের সিনিয়র চিকিৎসকরা অনশনের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, কিন্তু প্রশাসন নির্বাক। মানুষ উৎসবে নেই, এই বিপ্লব আন্দোলনে আছেন, তাঁরা তা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিচার আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে, নেতাজীর সন্তান আমরা, আমরা তা পারবো। সেকারণেই 'ন্যায়ের দাবি'তে এই আন্দোলন চলবে বলে তারা জানান।

আর.জি করের ঘটনার বিচার, রাজ্য স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণ সহ ১০ দফা দাবিতে 'প্রতিবাদী অনশনে' বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। আই.এম.এর ডাকে হাসপাতাল প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ মঞ্চে মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা ব্যাপি অনশন করেছেন তাঁরা।

এদিন অনশন মঞ্চে বসেই প্রতিবাদী জুনিয়র চিকিৎসকরা আর.জি করের ঘটনার দ্রুত বিচারের দাবিতে সরব হন। প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতেও মুহুর্মুহু স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

অনশনকারী ডাঃ অভিষেক চৌধুরী, ডাঃ সোনালী ধবলরা বলেন, প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল, এখনো বিচার পাইনি। এমনকি আমাদের ১০ দফা দাবিও মানা হয়নি। এই অবস্থায় বিচার, সহ অন্যান্য দাবি পূরণের দাবির পাশাপাশি কলকাতার ধর্মতলার অনশনকারীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থণ জানিয়ে আমরাও অনশনে বসেছি। একই সঙ্গে এদিন বিকেলে 'দ্রোহের কার্ণিভালে'ও তাঁরা যোগ দেবেন বলে জানান।

বিধায়কের গাড়ি আটকে অভব্যতার প্রতিবাদে সরব হল ইমাম সংগঠন

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি আটকে অভব্য আচরণ এবং গালিগালাজের অভিযোগ উঠল টাকি পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর উমা মণ্ডল, তাঁর পরিবার এবং দলীয় সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছিল রবিবার গভীর রাতে। যদিও ঘটনার সময় বিধায়ক ওই গাড়িতে ছিলেন না বলেই খবর। তবে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর সোমবার সন্ধ্যায় হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ জানান বিধায়ক নিজে।

অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম-পরিচয় অবশ্য এখনও জানা যায়নি।টাকি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উমা। রবিবার রাতে ওই ওয়ার্ডের ভিতর দিয়েই বিধায়কের গাড়ি যাচ্ছিল। গাড়িতে ছিলেন বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীরা। কাউন্সিলর, তাঁর মেয়ে ও কয়েক জন দলীয় সমর্থকও সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়েই কাউন্সিলর ও তাঁর অনুগামীরা বিধায়কের গাড়ি আটকান। ঘটনার যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে বিধায়কের গাড়ির বনেটে উঠে বসেছেন কাউন্সিলর-কন্যা। এই ঘটনাকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাসনাবাদ থানায় দোষীদের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ, সভাপতি মাওলানা বাকি বিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম ঢালী সহ একাধিক বিশিষ্ট নেত্রী বর্গ। অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা বাকিবুল্লা বলেন, শুধু বসিরহাটের দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক সপ্তর্ষী ব্যানার্জির গাড়ির উপরে বা তার নিরাপত্তা কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়, মুসলিম ভাবা বেগে আঘাত করেছে তারা। বিশেষ ধর্মের মানুষদের উল্লেখ করে ওই বিজেপি কাউন্সিলর অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি।আজ আমরা হাসনাবাদ থানায় এই বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে, যাতে পুলিশ ব্যাবস্থা নিয়েছে।

বন্যাকবলিত ভূতনিবাসীদের বিপুল ত্রাণ বিতরণ আজমাল ফাউন্ডেশনের

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: গোটা ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বলা যায় আজমল ফাউন্ডেশন। আর এই আজমাল ফাউন্ডেশন বহু মানুষের জন্য মাসিহা হিসেবে পৌঁছে যাই অভাব ও দুর্যোগদের পাশে। প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস, রমজান তোহফা, শীতার্তদের কম্বল, বন্যাকালে এবং কি সর্বদাই মানুষের পাশে দাঁড়ান আসামের বিখ্যাত শিল্পপতি বদরুদ্দীন আজমল। বিগত প্রায় দুই মাস ধরে মালদহের মানিকচক থানার অন্তর্গত ভূতনির তিনটি অঞ্চলের বহু গ্রাম ভয়াবহ ভাবে বন্যার জলে হাবুডুবু। যার ফলে প্রায় দুই লক্ষ পরিবার ঘরবাড়ি ছাড়া এবং সেখানকার সকল মানুষই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। আর এই ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আজমাল ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার অর্থাৎ বিশিষ্ট শিল্পপতি বদরুদ্দীন আজমলের গোচরে নিয়ে আসেন মালদার বিশিষ্ট সমাজসেবী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। বন্যা পরিস্থিতির আর্তনার সোনা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গেই বন্যার্তদের জন্য আজমল ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবার জন্য আদেশ প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে। এদিন মানিকচকের ভূতনির উত্তর চন্ডিপুর সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে কয়েকদিন ধরে প্রায় কয়েক হাজার

পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন আজমল ফাউন্ডেশন এর রাজ্য নেতৃত্বরা। এছাড়াও মানিকচক থানা এলাকার কামালতি পুর গ্রামেও গঙ্গা ভাঙ্গনে ধ্বসে যাচ্ছে একটি গ্রাম। বেশ কিছুদিন ধরে কয়েকটি বাড়ি সহ রাস্তাঘাট, জমি ও গাছপালা তলিয়ে গেছে নদীগর্ভে। দিশেহারা কামালতিপুর গ্রামের প্রায় পাঁচশত পরিবার। অনেকেই ঘরবাড়ি ছাড়া, চারিদিকে অনাহারের আর্তনাদ। সকলেই দিন আনা দিন খায় মানুষরা চোখের জলে জর্জরিত। নেই কোন সাহারা, কোথায় থাকবে কি নিয়ে বাঁচবে! সব স্বপ্ন এখন গঙ্গা তলে। এদিন মঙ্গলবার মারকাজুল মারিফের আর্থিক সহযোগিতায় কামালতিপুর গঙ্গা ভাঙন এলাকায় প্রায় পাঁচশত দুস্থ মানুষদের খাদ্য বিতরণ করলেন সমাজসেবী নজরুল ইসলাম। মালদা জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী হাফেজ কারী মাওলানা নজরুল ইসলাম বলেন, বন্যাদুর্গত মানুষদের কিছুটা পরিত্রাণ দিতে এগিয়ে আসেন সমাজদরদী আসামের প্রখ্যাত শিল্পপতি বদরুদ্দীন আজমল সাহেব। আজমল ফাউন্ডেশন আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতজুড়ে মানবসেবার নজির গড়েন। বিগত দিনের মত মালদার এই বন্যা সংকটেও আমরা আরও একবার নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের বন্যাত্রান ক্যাম্প আয়োজিত কয়েকদিন ধরে একাধিক ক্যাম্পের মাধ্যমে কয়েক হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। হাজার হাজার মানুষকে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠ ভাবে ক্যাম্পটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার মানবিক ও শিক্ষানুরাগী জনাব মোস্তাক হোসেন সাহেব এর আর্থিক সহায়তায় আমরা বহু মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছি।

ফেরিঘাটে ন্যায্য ভাড়া নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ কাবিলপুরে

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: ফেরিঘাট গুলোতে ন্যায্য ভাড়ার নেওয়ার দাবিতেই মূলত আন্দোলনে নামতে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি ব্লকের কাবিলপুর অঞ্চলের শতাধিক যুবক। তাঁদের অভিযোগ নৌকা পারাপারের ভাড়া নেওয়া হচ্ছে আকাশ ছোঁয়া। এছাড়াও কাবিলপুর অঞ্চলে বেশ কয়েক জায়গায় এভাবে বেশি ভাড়ার বিনিময়ে নৌকা পারাপার করা হচ্ছে। সঠিক ভাড়া না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের এই সামাজিক আন্দোলনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের সম্মানীয় আইনজীবী শামীম আহমেদ।

উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী এনামুল হক, জঙ্গীপুর মসজিদের ইমাম মোঃ ইমরান হোসেন, আহাম্মেদ হাসান, আবদুল্লা সহ কাবিলপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

তারাকপুর গ্রামে কবরস্থানের আবর্জনা সাফ করল যুবকরা

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: শুক্রবার সময় সকাল সাতটা বহরমপুর থানার অন্তর্গত ভাকুড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাক পুর গ্রামে কবরস্থানের বাঁশঝাড়-আবর্জনা ও জঙ্গল পরিস্কারের কাজ শুরু করেছে কয়েকজন যুবক। যুবকদের এমন উদ্যোগ জেলার বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

স্থানীয়রা জানায়, একমাত্র কবরস্থানটি বর্ষা মৌসুমে পানি জমে ঘাস ও লতাপাতায় ছেয়ে যায়। ময়লা-আবর্জনার সাথে ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে পরিণত হয় কবরস্থানটি। মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার পরিবেশও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা, জমিরুদিন সেখ জানায়, কোনো চাঁদা কিংবা কারো সহায়তায় নয়, নিজেরাই স্বেচ্ছাশ্রমে কবরস্থান পরিস্কার ও ঈদগাহা বৃক্ষরোপণ করা হয় ।

সামিম সেখ উমার ফারুক, সাজু সেখ সাহিল সেখ বলেন, আমরা সমাজের অনেক সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষের অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করে তাদের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের উদ্যোগে কাজ করি, তাহলে সেই সকল সমস্যাও দ্রুত সমাধান হতে পারে। আর এই চিন্তা ধারার বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের এ পদক্ষেপ ,এলাকা বাসী এই উদ্যেগকে স্বাগত জানিয়েছে ।

সালারের কান্দরা গ্রামে বোমের আঘাতে মৃত্যু

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদ সালার থানার কান্দরা গ্রামে বোমের আঘাতে মৃত্যু এক। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বোমা ও লাঠিসোঁটার আঘাতে আঘাতে মৃত্যু হলো ব্লক সভাপতি অনুগামী এক তৃণমূল কর্মীর। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম আলাই সেখ। বয়স আনুমানিক ৫৫, তার বাড়ি কান্দরা গ্রামের মিল্কিপাড়ায়। সোমবার রাতের এই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার কান্দরা বাসস্টপেজ সংলগ্ন এলাকার।

ভরতপুর-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, এদিন আনুমানিক রাত ৯ টা নাগাদ মালিহাটি পঞ্চায়েতের শিল্প ও পরিকাঠামো সঞ্চালক রউফ আলী দলীয় কার্যালয় থেকে মোটর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিল। তার মোটর বাইকের পেছনে বসে ছিল মৃত তৃণমূল কর্মী অর্থাৎ রউফ আলীর কাকা আলাই সেখ। সেই সময় দুষ্কৃতীরা রউফ আলীকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে তাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে। ঘটনাস্থল থেকে কোন রকম ভাবে রউফ আলি ছিটকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, পালাতে পারেনি আলাই সেখ। ব্লক সভাপতির অভিযোগ সেই সময় তাকে বোমা মারা হয় পরে লোহার শাবল কাঠের চেলা ও ভোজালী দিয়ে প্রহার করা হয়।ঘটনাস্থল থেকে জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সালার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কান্দি এসডিপিও শাশ্রেক আম্বারদার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৬ লক্ষ টাকার সাব মার্সিবল পাম্প স্থাপন জেলা পরিষদের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মালদহ জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাব মার্সিবল পাম্পের কাজ শুরু হল মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রামে জামা মসজিদে। কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্য আমিনুল হকের উদ্যোগে এই কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন। আমেনুল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের দাবি ছিল। পঞ্চায়েত ভোটের সময় কথা দিয়েছিলাম। সেই কথা রাখলাম। দৌলতনগর, ইসলামপুর ও মালিওর ২ এই তিনটি অঞ্চলে একাধিক গার্ডওয়াল,পাঁচিল ও সাব মার্সিবল স্কিম ধরা হয়েছে।সেগুলি শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

ক্যানিংয়ে পুজো কার্নিভালের সূচনায় সওকাত

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বিজয়া দশমীতে ক্যানিংয়ে শুরু হয় পুজো কার্নিভাল। সোমবার ক্যানিং নতুন বাস টার্মিনাস এর মাঠে আয়োজিত দুর্গা পুজা কার্নিভাল এ ক্যানিং ১, ২ ,গোসাবা,বাসন্তী ব্লকের ২০ টি পুজো কমিটির কর্মকর্তারা প্রতিমা সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে কার্নিভাল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস,মগরাহাট পূর্বের বিধায়কহিকা নমিতা সাহা,জেলা পরিষদ সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল,জেলাপরিষদ উপাধ্যক্ষক অনিমেশ মন্ডল,ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক,ক্যানিংয়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রাম কুমার মন্ডল,ক্যানিং ১ বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস,বাসন্তী বিডিও সঞ্জীব সরকার,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

এসটিএফের হাতে হেরোইন আটক

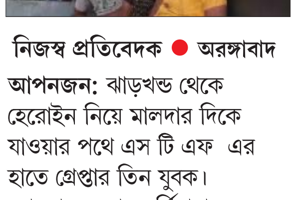

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ঝাড়খন্ড থেকে হেরোইন নিয়ে মালদার দিকে যাওয়ার পথে এস টি এফ এর হাতে গ্রেপ্তার তিন যুবক।

সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ১ কেজি ৫০০ গ্রাম হেরোইন। পুলিশ ও এস টি এফ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম রুবেল শেখ(২৫), ইব্রাহিম শেখ(১৯) এবং আব্দুল মদূত (২৮)।

তাদের বাড়ি মালদার কালিয়াচকের শাহবাজপুর। সোমবার রাতেই এস টি এফ এর পক্ষ থেকে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ধৃতদের।

মঙ্গলবার সকালেই জঙ্গিপুরের বিশেষ আদালতে পাঠানো হয় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। হেরোইন কারবারের সঙ্গে আর কে জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে এস টি এফ ও সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

তুষারে ঢাকা অ্যান্টার্কটিকা যে কারণে দ্রুতগতিতে সবুজ হয়ে উঠছে

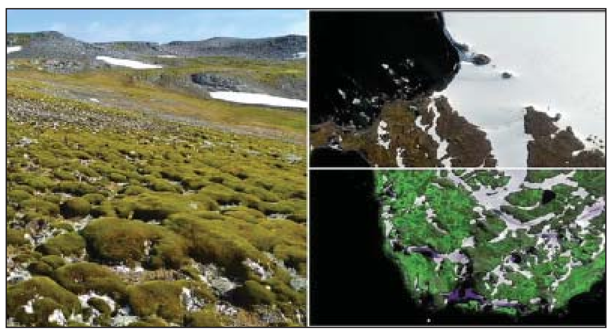

আপনজন ডেস্ক: অ্যান্টার্কটিকা, যাকে সবাই তুষারে ঢাকা শীতল মরুভূমি নামেই চেনে। সেখানে একসময় প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল। তবে কয়েক বছর আগে অ্যান্টার্কটিকায় নতুন এক প্রজাতির মসের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই মস দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ঐ অঞ্চলে।

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, বরফে ঢাকা অ্যান্টার্কটিকায় উদ্বেগজনক হারে উদ্ভিদ জন্মে সবুজ হয়ে উঠছে। অঞ্চলটিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বরফ গলে শুকনা মাটিতে মস জন্মাচ্ছে। এসব ঘটনার পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে।

অ্যান্টার্কটিকা উপত্যকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবি এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাতে দেখা গেছে, অ্যান্টার্কটিকা দ্রুতগতিতে সবুজ হয়ে উঠছে এবং দক্ষিণ আমেরিকা বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় অনেক উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের এক্সেটার এবং হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের করা গবেষণা গতকাল শুক্রবার ন্যাচার জিওসায়েন্স জার্নালে প্রকাশ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, অ্যান্টার্কটিকায় পাওয়া উদ্ভিদের বেশির ভাগই মস। গত চার দশকে ১০ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানকার সবুজের পরিমাণ। ১৯৮৬ সালে অ্যান্টার্কটিকা উপদ্বীপের ০.৪ বর্গমাইলেরও কম জায়গাজুড়ে উদ্ভিদ ছিল। ২০২১ সালে সেখানে পাঁচ স্কয়ার মাইল এলাকায় এটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গত চার দশকে অ্যান্টার্কটিকা সবুজ হয়েছে দ্রুতগতিতে। তবে ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ সবুজ হয়েছে। এখন আরো দ্রুতগতিতে সবুজ হয়ে উঠছে।

এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও পরিবেশবিজ্ঞানী থমাস রোল্যান্ড বলেন, ভূমি থেকে দেখলে এখনো এটিকে বরফে ঢাকা মনে হবে। তবে ১৯৮০ সাল থেকেই সবুজ হওয়া শুরু করেছে এটি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়ছে অ্যান্টার্কটিকায়। সেখানকার পরিবর্তন মহাকাশ থেকে ধারণ করা ছবিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম স্থান অ্যান্টার্কটিকা। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে স্থানটি উষ্ণ হয়ে উঠছে।

কেন আঙুলের ছাপ অপরিবর্তিত থাকে?

আপনজন ডেস্ক: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেহারা বদলায়। বদলায় শরীরের নানান অঙ্গপতঙ্গের চেহারাও। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের আঙুল ছাপ অনন্য থাকে। অর্থাৎ বয়স আপনার ৮ হোক কিংবা ৮০, আঙুলের ছাপ একই থেকে যাবে। এর নকশার কোনো পরিবর্তন হবে না।

কেন আঙুলের ছাপ একই থাকে? কারণ ত্বকের ভাঁজগুলো গভীরে বসে থাকে এবং ত্বকের উপরের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গভীর স্তরে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাই যদি ত্বকের উপরিভাগে কোনো কাটা-ছেঁড়া হয়, তবুও ছাপ অপরিবর্তিত থাকে।

আঙুলের ছাপকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। কারণ এটি ব্যক্তির অনন্য পরিচয় বহন করে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যবহার যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অপরাধীদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে, তেমনি নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতেও আঙুলের ছাপ ব্যবহৃত হয়। এর একটাই কারণ, আঙুলের ছাপ অপরিবর্তি থাকে আর কারও সঙ্গে কারও মেলে না।

হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও ভয়েস কলের লিংক শেয়ারে নতুন ফিচার

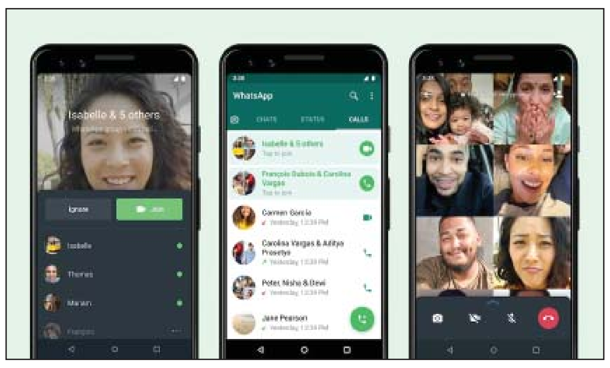

আপনজন ডেস্ক: মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলে এআর ফিল্টার যোগ করতে যাচ্ছে মেটা। শুধু তাই নয়, গুগল মিট বা জুমের মতো চটজলদি ভিডিও বা ভয়েস কলের লিংক শেয়ার করার ফিচারও আনতে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মটি।

ভিডিও আর ভয়েস কলের লিঙ্ক অন্য ইউজারের সঙ্গে বা কোনো গ্রুপে শেয়ার করার সুবিধা কিন্তু বর্তমানে আছেই হোয়াটসঅ্যাপে। তারপরেও নতুন করে বিষয়টা আপগ্রেড করা হচ্ছে, কারণ এখন যে পদ্ধতির জন্য পেরোতে হয় বেশ কয়েকটা ধাপ।

জানা যাচ্ছে, তার বদলে এই সুবিধা এবার এনে দেওয়া হবে অ্যাটাচমেন্ট বার-এ। তাতে ইউজারের এক দিকে যেমন সুবিধা হবে, অন্য দিকে তেমনই সময়ও বাঁচবে। সবার প্রথমে যাকে কল করা দরকার, সেই ইউজারের কনট্রাক্টে গিয়ে চ্যাট উইন্ডো ওপেন করতে হবে। গ্রুপ হলে ওপেন করতে হবে তার চ্যাট উইন্ডো। এবার কল আইকনে ক্লিক করতে হবে। নিচে পাওয়া যাবে ক্রিয়েট কল লিঙ্ক। এবার বেছে নিতে হবে কল টাইপ, প্লাস বাটনে ক্লিক করে।

ভিডিও না ভয়েস কল, তা বেছে নেওয়ার পরে নিচে সবুজ কল লিংক এসে যাবে। এবার সেটা অন্য ইউজার বা গ্রুপে শেয়ার করলেই হলো। শুধু মনে রাখতে হবে, যিনি লিংক শেয়ার করলেন আর যিনি কলে আসতে চাইছেন, উভয় পক্ষকেই কথা বলার জন্য জয়েন কল বাটন ট্যাপ করতে হবে, একমাত্র তার পরেই কল কানেক্টেড হবে।

বন্যার বিষয়ে সতর্ক করবে গুগল ম্যাপস

আপনজন ডেস্ক: গুগল ম্যাপসে বেশ কিছু নতুন সুবিধা যুক্তের ঘোষণা দিয়েছে গুগল। গত বৃহস্পতিবার ভারতে অনুষ্ঠিত গুগল ফর ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানে গুগল জানিয়েছে, গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে বন্যার পানি রয়েছে কি না, তা জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। শুধু তাই নয়, ব্যবহারকারীরা চাইলে নির্দিষ্ট স্থানের বন্যার তথ্য গুগলকে জানাতেও পারবেন।

গুগল ম্যাপসে আবহাওয়ার হালনাগাদ তথ্য জানা যাবে। ফলে গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে কুয়াশায় ঢাকা রাস্তার তথ্য বা নির্দিষ্ট স্থানের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেই জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। কুয়াশা ও বন্যা-সম্পর্কিত সতর্কবার্তা মূলত ব্যবহারকারীদের দেয়া তথ্য ও প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে দেয়া হবে। ফলে বর্ষা ও শীত মৌসুমে চলাচলের সময় নতুন সুবিধাগুলো ব্যবহারকারীদের সহায়তা করবে।

AM ও PM-এর অর্থ কী?

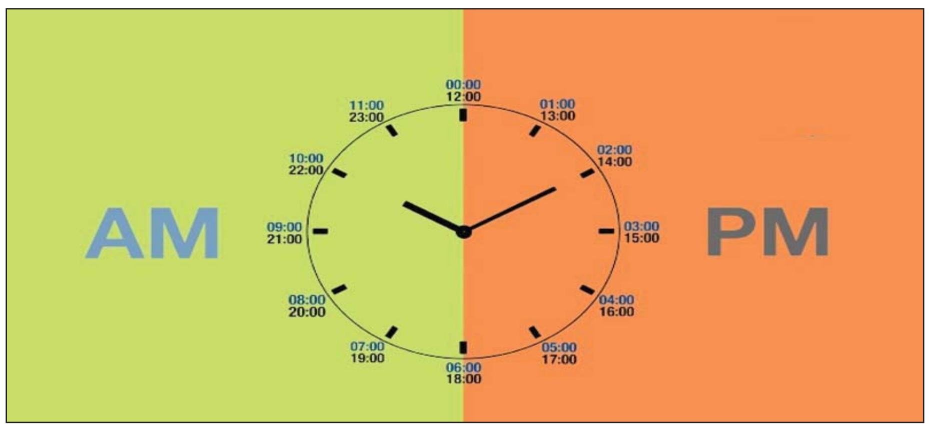

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ ডিজিটাল ঘড়ি ব্যবহার করে। এই ঘড়িতে AM ও PM দেখে সময় সেট করা হয়। এক দিনে ২৪ ঘণ্টা সময়। AM-PM ফরম্যাটে ১২ ঘণ্টা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তবে AM ও PM এর বিষয়টি জানলেও, অনেকে জানেন না এটি দ্বারা কী বোঝানো হয়। এর ফুলফর্মও অনেকের অজানা।

আবার কেউ কেউ AM ও PM এর ব্যবহার নিয়েও বিভ্রান্তিতে পড়েন। দুপুর ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত সময় বোঝাতে লেখা হয়ে থাকে AM। তারপর ১২টা থেকে রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত সময় বোঝাতে ব্যবহার করা হয় PM। কিন্তু, AM-PM এর পূর্ণ অর্থ কী?

জানলে অবাক হবেন, সময় বোঝাতে আমরা যে AM ও PM ব্যবহার করি তা ইংরেজি থেকে নয়, ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। ল্যাটিন শব্দ Ante Meridiem এবং Post Meridiem-এর সংক্ষিপ্ত রূপই হলো এই AM এবং PM। অ্যান্টি মানে আগে, পোস্ট মানে পরে। আর মেরিডিয়েম অর্থ দুপুর। অর্থাৎ AM বলতে দুপুরের আগে এবং PM বলতে দুপুরের পরের সময় নির্দেশ করে।

AM এবং PM এর মধ্যে পার্থক্য থাকে দিনে ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু ঘড়িতে আছে মাত্র ১২টি সংখ্যা। অতএব, একই সময়ের সংখ্যা দিনে দুবার ঘড়িতে প্রদর্শিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ- সকাল ৬ এএম মানে ভোর এবং ৬ পিএম মানে বিকেল; ১ এএম মানে মধ্যরাতের এক ঘণ্টা পরের সময়, রাত ১১ পিএম মানে মধ্যরাতের এক ঘণ্টা আগের সময়।

'জেন জি'-দের আকৃষ্ট করতে ফেসবুকের নতুন উদ্যোগ

আপনজন ডেস্ক: 'এআই' ও 'শর্ট ভিডিও'–এই দুইয়ে মাতোয়ারা নতুন প্রজন্ম। নতুন এই ট্রেন্ড যে আগামী কিছু বছরও বেশ ভালোভাবে চলবে, তা উপলব্ধি করতে পেরেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকও। তারা জানিয়েছে, 'জেন জি' বা নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে অচিরেই তারা নতুন দুটি 'ট্যাব' ও একটি আপডেটেড ভিডিও ট্যাব নিয়ে আসছে। শুক্রবার ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠান মেটা নতুন একটি এআই মডেল নিয়ে আসার ঘোষণা দেয়। জানা যায়, প্রতি মাসে ফেসবুকে সক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৩০০ কোটিরও বেশি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে যা সর্বোচ্চ। কিন্তু তারপরও ফেসবুককে 'পিতামাতার' বা 'দাদা-দাদির' প্ল্যাটফর্ম বলে মনে করেন তরুণদের বিশেষ করে 'জেন জি' প্রজন্মের অনেকে। প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের বড় অংশই এখন ফেসবুকের চেয়ে বেশি সক্রিয় থাকেন ইন্সটাগ্রাম ও টিকটকের মতো ইমেজ ও শর্ট ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে। বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে মেটা তাই তরুণরা আকৃষ্ট হবে এমন কিছু ফিচার ফেসবুকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে। মেটার ফেসবুক প্রধান টম অ্যালিসন কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের নিয়ে আয়োজিত এক ইভেন্টে অংশ নেয়ার আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি প্রাপ্তবয়স্ক তরুণরা জীবনে পরিবর্তন আসলে ফেসবুক ব্যবহার করে। নতুন শহরে গেলে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্ট সাজানোর জন্য মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে। বাবা-মা হওয়ার পর প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কিত) গ্রুপগুলোতে যুক্ত হয় তারা।

অস্টিনে আয়োজিত এই ইভেন্টেই ফেসবুক নতুন দুটি ট্যাব নিয়ে আসার ঘোষণা দেয়। 'লোকাল' ও 'এক্সপ্লোর' নামের এই ট্যাব দুটি বর্তমানে নির্দিষ্ট কয়েকটি শহর ও মার্কেটে পরীক্ষাধীন আছে। মূলত প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন অংশ থেকে কনটেন্ট সংগ্রহ করে এক জায়গায় দেখানোর উদ্দেশ্যেই এই ট্যাব দুটি নিয়ে আসতে যাচ্ছে ফেসবুক।

'লোকাল' ট্যাবের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদেরকে স্থানীয় ইভেন্ট, কমিউনিটি গ্রুপ ও বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় পণ্য উপস্থাপন করা হবে। অন্যদিকে 'এক্সপ্লোর' ট্যাব ব্যবহারকারীর পছন্দ ও আগ্রহের উপর ভিত্তি করে কনটেন্ট প্রদর্শন করবে।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট রুবিক'স কিউব, কত ছোট, কারা বানিয়েছে

আপনজন ডেস্ক: রুবিক'স কিউবের ছয়টি তলের রংগুলো মেলাতে হিমশিম খান অনেকেই। কেউ আবার চোখের পলকে মিলিয়ে ফেলেন। জনপ্রিয় এই পাজল গেমটি প্রায় ৫০ বছর জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। আর তাই এবার প্রায় দুই বছর চেষ্টার পর বিশ্বের সবচেয়ে ছোট রুবিক'স কিউব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে জাপানের খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেগা হাউস। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি রুবিকস কিউবটি আকারে মাত্র পাঁচ মিলিমিটার। আর তাই কিউবের তলের রংগুলো মেলাতে প্রয়োজন হবে চিমটা।

মেগা হাউসের তথ্যমতে, ক্ষুদ্রাকৃতি এই রুবিকস কিউবের ওজন মাত্র শূন্য দশমিক ৩ গ্রাম। চার বছর আগে ক্ষুদ্রাকৃতি এই রুবিক'স তৈরির পরিকল্পনা করা হলে কাজ শুরু হয় ২০২২ সালে। এরই মধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির রুবিক'স কিউবটি। আগামী বছরের এপ্রিলে বাজারে ছাড়ার কথা থাকলেও এরই মধ্যে অগ্রিম ফরমাশ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্রাকৃতি রুবিক'স কিউবের দাম ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৩২০ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৬ লাখ ৩৮ হাজার টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ১২০ টাকা ধরে)।

১৯৭৪ সালে রুবিক'স কিউব উদ্ভাবন করেন হাঙ্গেরীয় উদ্ভাবক এর্নো রুবিক। এযাবৎ প্রায় ৫০ কোটি কিউব সারা বিশ্বে বিক্রি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রতিবছর সারা বিশ্বে রুবিকস কিউব নিয়ে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হারানো ফোন নিয়ে দুশ্চিন্তা ঠেকাতে গুগলের নতুন ফিচার

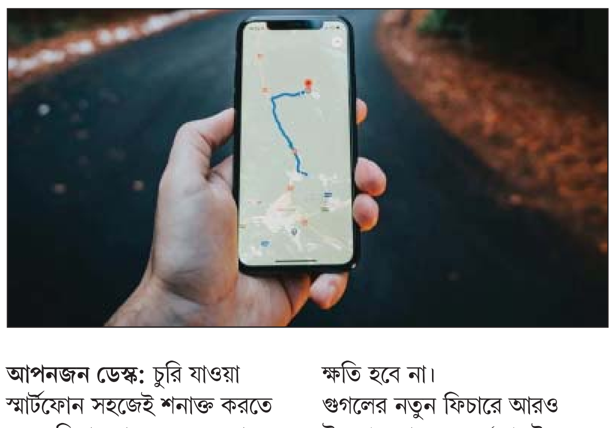

অন লাইন

আপনজন ডেস্ক: চুরি যাওয়া স্মার্টফোন সহজেই শনাক্ত করতে নতুন ফিচার চালু করেছে গুগল। নতুন এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্যই।

নতুন এই ফিচারে চুরি যাওয়া স্মার্টফোনকে চিহ্নিত করা, অফলাইনে ডিভাইসটি লক করা এবং রিমোট লকের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে নতুন ফিচারে। এই তিনটি ফিচার যুক্ত হওয়ায় এবার থেকে ডিভাইস বা স্মার্টফোন হারিয়ে গেলেও ডেটা বা তথ্য নিরাপদে থাকবে।

খবরে বলা হয়, আপাতভাবে ফিচারটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চালু করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই সবার জন্য এটি চালু করা হবে।

নতুন থেফট ডিটেকশন লক ফিচারে গুগল এআই ব্যবহার করা হয়েছে। যদি ডিভাইসটি চুরি যায় অথবা কোনোভাবে খোয়া যায় তবে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শনাক্ত করতে পারবে। তৎক্ষণাৎ ডিভাইসটি লক করে দেবে। নিজে থেকেই স্মার্টফোনের স্ক্রিন লক করে দেবে। তাই ডিভাইসটি হারিয়ে গেলেও তথ্যের কোনো ক্ষতি হবে না।

গুগলের নতুন ফিচারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, 'থেফট ডিটেকশন লক' কোনোভাবে কাজে ব্যর্থ হলে অফলাইন ডিভাইস লক এবং রিমোট লক ফিচার থাকায় সহজেই সেটি লক হয়ে যায়।

অফলাইন ডিভাইস লক ফিচারটিও চুরি হওয়া ডিভাইসটিকে লক করতে পারে। সেই সঙ্গে ডিভাইসটির স্ক্রিন লকেও সাহায্য করে। ফলে খোয়া যাওয়া ডিভাইসটি সহজে ব্যবহার করা যায় না। এমনকি খোয়া যাওয়া ডিভাইসটি যে অন্য ব্যক্তি ব্যবহার করছে সেটাও শনাক্ত করা যায়।

রিমোট লক ফিচারের সাহায্যে ডিভাইসটিতে শনাক্ত করতে সুবিধা হবে। ফোন নম্বর যেকোনো ডিভাইস থেকে ব্যবহার করে হারিয়ে যাওয়া ডিভাইসটি লক করতে সমর্থ হবে। এমনকি স্মার্টফোনটি অপরিচিত কেউ ব্যবহার করছে সেটি রিমোট লক ফিচারের মাধ্যমে শনাক্ত করা গেলেও ডিভাইসটি বন্ধ করে দিতে সক্ষম গুগলের নতুন ফিচার। হারিয়ে যাওয়া ডিভাইসের গুগল অ্যাকাউন্টও বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

পেছনেও ডিসপ্লে আছে এই স্মার্টফোনের

টপ গেজেট

আপনজন ডেস্ক: স্মার্টফোন নির্মাতারা স্মার্টফোনকে আকর্ষণীয় করতে প্রতিনিয়তই নানান ধরনের ফিচার যোগ করছে। ডিজাইনেও আনছে নানান পরিবর্তন। এবার লাভা নতুন একটি ফোন আনছে বাজারে। যেটির পেছনেও আছে ছোট্ট একটি ডিসপ্লে।

লাভা অগ্নি ৩ ফোনে রয়েছে ৬.৭৮ ইঞ্চির অ্যামোলেড স্ক্রিন যার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ। এই ফোনের ব্যাক প্যানেলেও রয়েছে ১.৭৪ ইঞ্চির ডিসপ্লে। এটি একটি টাচস্ক্রিন অ্যামোলেড ডিসপ্লে যেখানে স্মার্টফোনের কিছু ফিচার অ্যাকসেস করা যাবে।

এই ফোনের পেছনে যে স্ক্রিন রয়েছে তার সাহায্যে ইউজাররা ফোনকল ধরা, মেসেজের দ্রুত রিপ্লাই দেওয়া, সেলফি নেওয়া, গান চালানো, অ্যালার্ম কিংবা টাইমার সেট করার সুযোগ পাবেন।

এই ফোনে রয়েছে ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরা সেটআপ। এছাড়াও ফোনের মূল ডিসপ্লের ওপর রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সেনসর।

লাভা অগ্নি ৩ ফোনে একটি মিডিয়াটেক ডিমেনসিটি ৭৩০০ এক্স চিপসেট রয়েছে। এর সঙ্গে ৮ জিবি র‍্যাম যুক্ত রয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ১৪- সাপোর্টে এই ফোন পরিচালিত হবে। লাভা অগ্নি ৩ ফোনে একটি ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং ৬৬ ওয়াটের চার্জার। ডুয়াল সিমের (ন্যানো) সাপোর্ট রয়েছে এই ফোনে। লাভা অগ্নি ৩ ফোনে রয়েছে 'অ্যাকশন' বাটন। এর সাহায্যে ফোনের রিঙ্গার এবং সাইলেন্ট মোডে আপনি ফোনের মোড সুইচ করতে পারবেন।

এছাড়াও ফ্ল্যাশলাইট ফিচার অন করা যাবে এই অ্যাকশন বাটনের সাহায্যে। এর পাশাপাশি ক্যামেরার শাটার বাটন হিসেবেও এই বাটন কাজ করবে।

এই ফোনে ভার্চুয়াল র‍্যামের সাপোর্ট রয়েছে। এর সাহায্যে ফোনের ইনবিল্ট র‍্যামের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। ৮ জিবি র‍্যাম ইনবিল্ট রয়েছে। আরো ৮ জিবি র‍্যাম বাড়ানো যাবে ফোনের ব্যবহার না হওয়া স্টোরেজের সাহায্যে। এই ৫জি ফোনের ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরায় ৫০ মেগাপিক্সেলের মেন সেনসরের সঙ্গে ৮ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং ৮ মেগাপিক্সেলের টেলিফটো ক্যামেরা রয়েছে। লাভা অগ্নি ৩ ৫জি ফোনে ৫০ শতাংশ চার্জ হতে সময় লাগবে মাত্র ১৯ মিনিট। ফোনের ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের ভারতে দাম শুরু হচ্ছে ২০ হাজার ৯৯৯ টাকা থেকে। ফোনটি সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট কিংবা ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারবেন।

স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নিয়ে পরিবহন খাতে বিপ্লবের ঘোষণা ইলন মাস্কের

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে নিজেদের তৈরি প্রথম রোবোট্যাক্সি ও রোবোভ্যান উন্মোচন করেছে মার্কিন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে এই স্বয়ংক্রিয় যানবাহনগুলোর প্রোটোটাইপ উন্মোচন করেন টেসলার সিইও ইলন মাস্ক। তিনি জানান, এগুলো পরিবহন খাতে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হবে। রোবোট্যাক্সি ট্যাক্সি সার্ভিস হিসেবে ভাড়া করা যাবে এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে কোনো স্টিয়ারিং হুইল বা প্যাডেল নেই। অনুষ্ঠানে ইলন মাস্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলা এক রোবোট্যাক্সিতে চড়ে মঞ্চে উপস্থিত হন। এটা দর্শকদের অবাক করে দেয়। মাস্ক দাবি করেন, মানুষ চালিত গাড়ির তুলনায় রোবোট্যাক্সি ১০ গুণ বেশি নিরাপদ। রোবোভ্যানটিতে ২০টি আসন রয়েছে, যা শাটল সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হবে। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে এগুলোর উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে টেসলার অতীত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মধ্যেই রোবোট্যাক্সি বাজারে আনার লক্ষ্য ছিল, যা বাস্তবায়িত হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৬ সালেও উৎপাদন শুরু নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা থাকতে পারে।

জেমিনি লাইভে যুক্ত হচ্ছে আরো ৪০ ভাষা

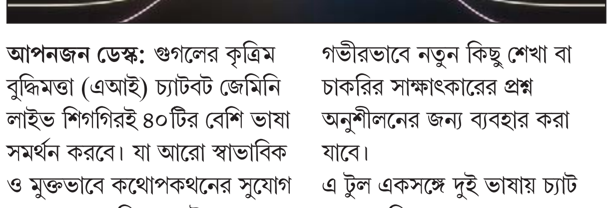

আপনজন ডেস্ক: গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট জেমিনি লাইভ শিগগিরই ৪০টির বেশি ভাষা সমর্থন করবে। যা আরো স্বাভাবিক ও মুক্তভাবে কথোপকথনের সুযোগ দেবে বলে জানিয়েছে টেক জায়ান্টটি।

গুগলের মতে, এটি ইভেন্টের জন্য ব্রেনস্টর্মিং (নির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যার ওপর একাধিক ধারণা কিংবা সমাধান তৈরি করতে ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতি), আরো গভীরভাবে নতুন কিছু শেখা বা চাকরির সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এ টুল একসঙ্গে দুই ভাষায় চ্যাট করার সুবিধা দেবে এবং গুগলের অন্য অ্যাপ, যেমন ক্যালেন্ডার ও টাস্কের সঙ্গে কাজ করবে। ব্যবহারকারীরা অ্যানড্রয়েড অ্যাপে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটিংসের মাধ্যমে তাদের পছন্দের ভাষা নির্ধারণ করতে পারবেন।

চার 'কিংবদন্তি'কে বিদায় দেওয়ার রাতে নকআউটে জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় জার্মানি-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ শুরুর আগেই গ্যালারিজুড়ে ভেসে ওঠে বিশালাকার এক তিফো; যেখানে ভাসছিল চার বিদায়ী জার্মান 'কিংবদন্তি' ইলকায় গুন্দোয়ান, টমাস মুলার, ম্যানুয়েল নয়্যার ও টনি ক্রুসের মুখ। আর ওপরে জার্মান ভাষায় লেখা 'লেজেন্ড'।

একটু পর মাঠে নামেন দুই দলের খেলোয়াড়। জাতীয় সংগীত শুরুর আগেই মাঠে আসেন জার্মানিকে বিদায় জানানো তিন ফুটবলার–গুন্দোয়ান, নয়্যার ও মুলার। সেখানে ছিলেন না রিয়াল কিংবদন্তি টনি ক্রুস। এ সময় মাঠে দাঁড়িয়ে দর্শক অভিবাদনের জবাব দেন গুন্দোয়ান, মুলার ও নয়্যার। এরপর জার্মান ফুটবলের পক্ষ থেকে এই তিনজনের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ স্মারক। কাল আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেওয়া হলেও এই তারকারা বিদায় ঘোষণা করেছিলেন আগেই।

বিশ্বকাপজয়ী তিনজনসহ (নয়্যার, মুলার ও ক্রুস) নিজেদের ইতিহাসের অন্যতম সেরা চার তারকাকে বিদায় দেওয়ার রাতে নেদারল্যান্ডসকে ১–০ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। ম্যাচের প্রথমার্ধে চেষ্টা করেও গোল পায়নি কোনো দল।

আর দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে বুলেটগতির এক শটে জার্মানিকে গোল এনে দেন অভিষিক্ত ফরোয়ার্ড জেমি লেওয়েলিং। স্টুটগার্টে খেলা ২৩ বছর বয়সী এই তরুণের গোলই গড়ে দেয় ম্যাচের ব্যবধান।

বিদায়ী তিন জার্মান কিংবদন্তি গুন্দোয়ান, নয়্যার ও মুলার বিদায়ী তিন জার্মান কিংবদন্তি গুন্দোয়ান, নয়্যার ও মুলারএএফপি ঘরের মাঠের এই জয়ে নেশনস লিগের শেষ আটের টিকিটও নিশ্চিত করল জার্মানি। লিগ 'এ'র গ্রুপ ১–এ চার ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে শীর্ষে থাকা জার্মানির পয়েন্ট ১০। সমান ম্যাচে দুই ও তিন নম্বরে থাকা নেদারল্যান্ডস ও হাঙ্গেরির পয়েন্টও ৫। কিন্তু গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে আছে ডাচরা। পরের দুটি ম্যাচ নেদারল্যান্ডস ও হাঙ্গেরির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একটি ম্যাচে অবশ্য মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার পদ্ধতি বাতিল করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: ভারতে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের শুরুটা হয়েছিল সৈয়দ মোস্তাক আলী টি-২০ ট্রফি দিয়ে। দুই বছর আগে সেখানে এই নিয়ম চালুর পর গত বছর আইপিএলেও চালু হয় নিয়মটি। আইপিএলে চালু হওয়ার পর থেকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার পদ্ধতি নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে।

এরপরও ২০২৭ মৌসুম পর্যন্ত এই নিয়ম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। তবে মোস্তাক আলী টি-২০ ট্রফিতে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। মোস্তাক আলী টি-২০ ট্রফির আগামী আসরে থাকছে না ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম।

গতকাল বিসিসিআই প্রাদেশিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে বলেছে, 'বিসিসিআই চলতি মৌসুমের জন্য ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

বিসিসিআইয়ের এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সৌরাষ্ট্রর প্রধান কোচ নিরাজ ওডেডরা, 'এটা দারুণ এক পরিবর্তন। এই নিয়মটি তো আইসিসির মেজর টুর্নামেন্টে নেই। যারা ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করে ভারতের জন্য খেলতে চায়, তাদের জন্য ভালো হবে।'

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম চালুর পর আইপিএলে গত মৌসুমে বোলারদের প্রতিনিয়ত ঝড় সামলাতে হয়েছে। ২০২৪ সালের আইপিএলে ওভারপ্রতি রান উঠেছে ৯.৫৬; টুর্নামেন্টের এক মৌসুমে যা সর্বোচ্চ। দেখেছে মোট ১২৬০টি ছক্কা, আগের রেকর্ডের চেয়ে যা ১৩৬টি বেশি। ২০২৩ সালে ৭৪টি ম্যাচে হয়েছিল ১১২৪টি ছক্কা। আইপিএলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ চারটি স্কোরই এসেছে ২০২৪ সালে। এর মধ্যে একটি চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের। বাকি তিনটিই ফাইনালে কলকাতার কাছে হারা সানরাইজার্স হায়দরাবাদের।

দর্শক বিনোদন পেলেও এই নিয়মের সমালোচক ছিলেন অনেক সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটার। এমনকি ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মাও এই নিয়মের পক্ষে নন। এই নিয়ম অলরাউন্ডারদের বেড়ে ওঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে মনে করেন অনেকে।

'ক্লাব প্রেইরি ফায়ার' পডকাস্টে রোহিতের কাছে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

সেই প্রশ্নের উত্তরে রোহিত বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট সাব নিয়মের আমি ভক্ত নই। এটা অলরাউন্ডারদের পেছনে টেনে ধরবে। দিন শেষে ক্রিকেট ১১ জনের খেলা, ১২ জনের নয়। আশপাশের মানুষের জন্য বিনোদনমূলক করতে আপনি খেলা থেকে অনেক কিছু নিয়ে নিচ্ছেন। শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দররা বল করছে না, যেটা আমাদের জন্য ভালো নয়। সত্যি বলতে আমি এর ভক্ত নই। তবে এটা বিনোদনদায়ী।'

গার্দিওলার চোখে মেসি সর্বকালের সেরা, ক্রুইফ অনন্য সাধারণ

আপনজন ডেস্ক: টানা ম্যাচের পর আন্তর্জাতিক বিরতিতে কিছুটা অবসর পেয়েছেন পেপ গার্দিওলা। অবকাশযাপনে ম্যানচেস্টার সিটি কোচ উড়াল দিয়েছেন ইতালিতে। সেখানে তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন 'চে তেম্পো চে ফা' নামে সাপ্তাহিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে।

সেখানে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে গার্দিওলা কথা বলেছেন নিজের ক্যারিয়ার, বার্সেলোনার সঙ্গে সম্পর্ক, মেসির প্রতি ভালোবাসাসহ নানা বিষয় নিয়ে। যেখানে মেসিকে 'সর্বকালের সেরা'র স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বার্সেলোনাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেতে চান না বলেও মন্তব্য করেন গার্দিওলা। বর্তমান সময়ে ফুটবলকে কতটা উপভোগ করছেন, জানতে চাইলে গার্দিওলা বলেছেন, 'আমি ভালো করছি। যদিও অনেক সময় কিছুটা ক্লান্ত বোধ করি। যেটা কাজ নিয়ে আমরা সবাই করি। তবু আমি ফুটবলকে অনেক ভালোবাসি।' এখন পর্যন্ত তিনটি দলের দায়িত্ব পালন করেছেন গার্দিওলা–বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও সিটি। এই ক্লাবগুলো নিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, 'বার্সেলোনায় আমি ভাগ্যবান ছিলাম। এটা আমার হৃদয়ের কাছাকাছি দল। তবে ক্যারিয়ারে আমি তিনটি দুর্দান্ত ক্লাবে কোচিং করানোর সুযোগ পেয়েছি।' গার্দিওলার ক্যারিয়ারে বড় ধরনের প্রভাব আছে ইয়োহান ক্রুইফের। ডাচ কিংবদন্তির ফুটবল-দর্শনের অনেক কিছু তিনি সরাসরি গ্রহণ করেছেন এই কোচের কাছ থেকে। ক্রুইফকে নিয়ে গার্দিওলার ভাবনা এমন, 'আমি কল্পনাও করতে পারি না, ক্রুইফকে ছাড়া আমার ক্যারিয়ার কেমন হতো। কৌশলগতভাবে তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তবে মানুষ হিসেবে তিনি আমাকে আকার দিয়েছেন। তিনি অনন্যসাধারণ, স্বতন্ত্র। তিনি আমাকে ফুটবলের প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন।' মেসিকে ছাড়া গার্দিওলার কোনো সাক্ষাৎকারই যেন পূর্ণতা পায় না। ইতালিয়ান টিভি চ্যানেলটির সঙ্গে আলোচনায়ও অবধারিতভাবে এসেছে মেসির প্রসঙ্গ। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে নিয়ে নিজের অবস্থান গার্দিওলা ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'আমার জন্য এটা বলা সহজ যে সে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। হয়তো মনে হতে পারে আমি পেলে ও ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে অসম্মান করছি। কিন্তু মেসির মতো এমন ধারাবাহিক কাউকে কল্পনাও করতে পারি না। আমি তাকে দেখেছি প্রতিদিন অনুশীলন করতে এবং প্রতিটি ম্যাচ খেলতে। তাকে কাছ থেকে দেখলে আপনি টাইগার উডস কিংবা মাইকেল জর্ডানের কথা ভাববেন।' চ্যাম্পিয়নস লিগে কোন দলের মুখোমুখি হতে চান না, জানতে চাইলে মজার এক উত্তর দেন গার্দিওলা, 'ভালো প্রশ্ন। হয়তো বার্সেলোনা। দলটির প্রতি আমার যে ভালোবাসা, সেটা আমাকে ধ্বংস করে দেবে। আমি (বার্সেলোনার) পাশের একটা গ্রামে জন্মেছি। তাদের মুখোমুখি হওয়া সহজ নয়।' গার্দিওলার সঙ্গে ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার রবার্তো বাজ্জোর সম্পর্কটা বেশ উষ্ণ। ইতালিতে কখনো কোচিং করাতে চান কি না, জানতে চাইলে বাজ্জোর প্রসঙ্গ টেনে এই স্প্যানিশ কোচ বলেন, 'ভবিষ্যতে, ইতালিতে? যদি রবার্তো (বাজ্জো) আমাকে সহায়তা করে। আমি তাকে জেনেছি তার ক্যারিয়ারের শেষ দিকে, যখন তার হাঁটু আঘাতের কারণে শেষ। সে অনেক কষ্টে নড়াচড়া করতে পারত, কিন্তু তখনো সেরা ছিল। নিজের সেরা সময়ে সে কেমন ছিল, তা আমি শুধু কল্পনাই করতে পারি। আমার ধারণা, সে বিশ্বব্যাপী সবার কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছে, সেটা শুধু খেলোয়াড়ি প্রতিভার জন্য নয়; বরং আরও অনেক কিছুর জন্য। ইতালিতে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে বাজ্জো ভালোবাসা পায় না। এটা স্রেফ অসম্ভব।'

ফিফা বনাম খেলোয়াড় ও ক্লাব: 'যুদ্ধ' এবার আদালতে

আপনজন ডেস্ক: ঠাসা সূচিতে চিড়েচ্যাপটা অবস্থা ফুটবলারদের। খেলোয়াড়েরা কথা বলতেও শুরু করেছেন এ নিয়ে। ধর্মঘটে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন ইউরোপের বড় বড় লিগে খেলা ফুটবলাররা। এবার ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রো ঘরোয়া লিগগুলোর সঙ্গে মিলে বিশ্ব–ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফার বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) কমিশনে অভিযোগ করেছে। সোমবার করা অভিযোগে তারা দাবি করেছে, ফিফা ক্ষমতার অপব্যবহার করে কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই নতুন টুর্নামেন্ট চালু করেছে এবং পুরোনো টুর্নামেন্টের পরিধি বাড়িয়েছে। ফিফপ্রো ইউরোপ, ক্লাবগুলোর সংগঠন ইউরোপিয়ান লিগস ও স্পেনের লা লিগা যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, ফিফা 'একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও টুর্নামেন্ট আয়োজকের ভূমিকা পালন করছে। এতে নিশ্চিত করেই স্বার্থের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়'। ব্রাসেলসে সংবাদ সম্মেলনে এ সংগঠনগুলো বলেছে, 'ফিফা ইইউর আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সূচি প্রণয়নে নিজস্ব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে।'

ফিফপ্রো ফুটবলারদের বৈশ্বিক ইউনিয়ন। ইউরোপের ৩৩টি দেশের ১ হাজারের বেশি ক্লাবের সংগঠন ইউরোপিয়ান লিগস। ইউরোপিয়ান লিগসে ইংল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি ও ফ্রান্সের ক্লাবগুলো থাকলেও নেই স্পেনের লা লিগার কোনো ক্লাব। তাই লা লিগা আলাদা পক্ষ হয়েছে।

'বিদ্রোহী' সুপার লিগ ও কিছুদিন আগে লাসানা দিয়ারাকে নিয়ে ইউরোপিয়ান আদালতের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে সংগঠনগুলো বলেছে, 'ফিফার আইন ও আচরণের কারণে ঘরোয়া লিগগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইউরোপিয়ান ফুটবলে খেলা খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তাঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে এতে। ইউরোপিয়ান ফুটবল শিল্পকে বাঁচাতে ইউরোপিয়ান কমিশনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।' ফিফার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ আলোচনা না করেই সূচি প্রণয়নের। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপ চালুর কথা বলা যায়। চলতি মৌসুম শেষে ২০২৫ সালের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে হবে সেই ক্লাব বিশ্বকাপ, যেখানে খেলার কথা ইউরোপের ১২টি ক্লাবের। সেই টুর্নামেন্ট যখন হবে, সে সময়ে সাধারণত মৌসুম শেষে বিশ্রামে থাকেন খেলোয়াড়েরা। শুধু ২০২৫-ই নয়, ২০২৬ সালেও বিশ্রাম পাবেন না ফুটবলাররা। ৪৮ দলের বিশ্বকাপ যে হবে ২০২৬ সালের জুন-জুলাইয়ে।

খেলোয়াড়েরা মূলত ঠাসা সূচির কারণে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির শঙ্কাতেই ধর্মঘটের মতো কর্মসূচিতে যেতে চাচ্ছেন। ঘরোয়া লিগগুলোর বড় চিন্তা বেশি বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা খেলতে গিয়ে না ঘরোয়া ম্যাচ মিস করেন ফুটবলাররা। তাঁরা না খেললে স্বাভাবিকভাবে ব্র্যান্ড ভ্যালু হারাবে ক্লাবগুলো। ফিফা অবশ্য এর আগেই এই সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে উল্টো লিগগুলোর দিকে আঙুল তুলে বলেছে, এগুলো 'বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা ও ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়'। ক্লাবগুলোও যে ঠাসা সূচির জন্য দায়ী, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছিল ফিফা, 'লিগগুলো প্রীতি ম্যাচ ও গ্রীষ্মকালীন সফরে ব্যস্ত থাকে ওই সময়। দল নিয়ে বিশ্বজুড়েই ঘুরে বেড়ায় তারা।'

বরখাস্ত হচ্ছেন হাথুরুসিংহে, সাকিবদের নতুন কোচ সিমন্স

আপনজন ডেস্ক: চুক্তি ছিল দুই বছরের। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত। কিন্তু এর আগেই তাঁকে বিদায় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ আনুষ্ঠানিক এক সংবাদ সম্মেলনে হাথুরুসিংহেকে শোকজ এবং সাসপেন্ড করার ঘোষণা দেন বিসিবির নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদ। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে ফারুক বলেছেন, 'বরখাস্ত করার আগে আমরা তাঁকে নিয়ম মেনে শোকজ নোটিশ করেছি। ৪৮ ঘণ্টার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। এরপর আমরা বরখাস্ত করব। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত কোচ ফিল সিমন্স।'

মূলত অসদাচরণের জন্যই হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'দুই তিনটি ঘটনা ঘটেছে, যেগুলি আসলে একজন সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে আমার জন্য খুব পীড়াদায়ক ছিল। পাশাপাশি এটা দলের জন্যও খুব একটা ভালো উদাহরণ ছিল না। সেগুলি বিবেচনা করে আজকে আমরা তাঁকে একটা কারণ দর্শাও নোটিশ এবং দায়িত্ব থেকে অব্যহতির চিঠি দিয়েছি।'

গত বছর ভারতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাসুম আহমেদকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছিলেন বলে হাথুরুসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার যে একটা বড় ভূমিকা আছে তাঁর বরখাস্ত হওয়ার পেছনে, সেটাও স্পষ্ট ফারুকের কথায়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'একজন জাতীয় দলের খেলোয়াড়কে আপনি কখনোই শারীরিকভাবে আঘাত করতে পারেন না। এটার শাস্তি সেটাই, যেটা এখন হচ্ছে।' আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হবে। সেই সিরিজের আগে ভারত সফর শেষে পরশু রাতে হাথুরুসিংহে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে ঢাকায় ফিরেছেন। কিন্তু ঢাকায় তাঁর আর থাকা হচ্ছে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে এটা ছিল হাথুরুসিংহের দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথমবার বাংলাদেশের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ২০১৪ সালের মে থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। সেবার হাথুরুসিংহে নিজেই কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের মাঝপথে তিনি ই-মেইলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। সেবার তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিল ২০১৯ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। বাংলাদেশের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার মাসখানেক পরই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন হাথুরুসিংহে। ফারুক আহমেদ বিসিবির দায়িত্ব নেওয়ার পরই হাথুরুসিংহেকে সরিয়ে দেওয়ার আভাস দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদে হাথুরুর অধীনে ১০টি টেস্ট, ৩৫টি ওয়ানডে ও ৩৫টি টি–টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। টেস্টে হারজিত সমানে সমান–৫টি জয় ও ৫টি হার। তবে ওয়ানডেতে ফল ছিল হতাশাজনক–৩৫ ম্যাচে ১৩টি জয়, হার ১৯টি, ৩ ম্যাচে ফল হয়নি। টি–টোয়েন্টিতে ৩৫ ম্যাচের ১৯টিতে জিতেছে বাংলাদেশ, হেরেছে ১৫টি, একটিতে ফল হয়নি।

পান্ডিয়া যখন টপ গিয়ারে চলা ফর্মুলা ওয়ানের গাড়ি

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট দলে একটা রীতি শুরু হয়েছে অনেক দিন আগেই–প্রতিটি ম্যাচ বা সিরিজে দলের সেরা ফিল্ডারকে ড্রেসিংরুমে ছোট্ট এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শেষেও সেটা হয়েছে ভারতের ড্রেসিংরুমে। বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ শেষে ফিল্ডিংয়ের কারণে ভারতের ড্রেসিংরুমে প্রশংসিত হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর ও রিয়ান পরাগ। সিরিজে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কারে ত্রিমুখী এ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ড্রেসিংরুমের সেই ছোট অনুষ্ঠানের ভিডিও নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েছে। সেখানে দলের ভালো ফিল্ডিং নিয়ে কথা বলেছেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। বিসিসিআইয়ের ভিডিওতে তাঁকে বলতে দেখা গেছে, 'ইনটেন্ট যখন এনার্জির সঙ্গে মিলিত হয়, প্রত্যেকটি বলেই সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই সিরিজে এদিক থেকে আমরা দুর্দান্ত ছিলাম।' ওয়াশিংটন সুন্দর সিরিজের সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার জিতলেও ইনটেন্ট আর এনার্জির সম্মিলন ঘটিয়ে সুযোগ বাড়ানো নিয়ে পান্ডিয়ার জন্য টি দিলীপের কাছ থেকে বাড়তি প্রশংসা বরাদ্দ ছিল। দিল্লিতে দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের রিশাদ হোসেনের ক্যাচটি নেওয়ার জন্য ভারতের ফিল্ডিং কোচ পান্ডিয়ার তুলনা করেছেন টপ গিয়ারে চলা ফর্মুলা ওয়ানের গাড়ির সঙ্গে! বরুণ চক্রবর্তীর বলে রিশাদের ক্যাচটি নিতে প্রায় ২৭ মিটার দৌড়েছেন পান্ডিয়া। তা–ও আবার তুমুল গতিতে। এ কারণেই টি দিলীপ বলেছেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া, তাকে সেই সময় লাগছিল টপ গিয়ারে চলা ফর্মুলা ওয়ানের গাড়ির মতো।' পুরস্কার জেতা ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে দিলীপ বলেছেন, 'বাউন্ডারি লাইনে সে রান বাঁচানোর জন্য খুবই নির্ভুল ফিল্ডার। মাঠের দূরত্ব কমিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে সে অসাধারণ।'

ভিনি এখন অনন্য আদর্শ, আমাদের সবার নায়ক: নেইমার

আপনজন ডেস্ক: এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ে সবচেয়ে এগিয়ে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রই। স্পেনের ক্রীড়া দৈনিক মার্কা তো কয়েক দিন আগে প্রতিবেদনও ছেপেছিল যে তারা জানতে পেরেছে, ব্রাজিলিয়ান তারকাই এবারের ব্যালন ডি'অর জিতছেন।

ভিনিসিয়ুস শেষ পর্যন্ত ব্যালন ডি'অর জিতবেন কি না, ২৮ অক্টোবরই তা জানা যাবে। ২৮ অক্টোবর রাতে পুরস্কার অনুষ্ঠানেই যে ঘোষণা করা হবে ২০২৪ ব্যালন ডি'অর–জয়ীর নাম। এর আগেই অবশ্য ভিনিসিয়ুসের ব্যালন ডি'অর জয়ের পক্ষে কথা বলেছেন আরেক ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার।

চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা আল হিলালের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার দেশটির পত্রিকা ও গ্লোবোকে ভিনিসিয়ুসের ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বলেছেন, 'আমি ভিনির জয় নিয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করছি। এই পুরস্কার জয়ের বড় দাবিদার তার চেয়ে আর কেউ নয়।'

বছরের পর বছর বর্ণবাদী আচরণে সামলে ভিনিসিয়ুসের প্রতিনিয়ত পারফর্ম করে যাওয়ার বিষয়টি আলাদা করে বলেছেন নেইমার। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুসের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর ব্রাজিলিয়ান সতীর্থ নেইমার এরপর যোগ করেন, 'সে একজন যোদ্ধা। জীবনে সে অনেক ভুগেছে। সে সব সমালোচনা আর উসকানি সামলেছে এবং আজ সে অনন্য এক আদর্শ, আমাদের সবার নায়ক।' ব্রাজিলের হয়ে একই সঙ্গে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে খেলেছেন নেইমার ও ভিনিসিয়ুস। তবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য তাঁরা সেই বিশ্বকাপে পাননি। ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে কাতার বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল ব্রাজিলকে। এর আগে ২০১৫ ও ২০১৭ সালে ব্যালন ডি'অর জয়ের প্রতিযোগিতায় সেরা তিনে থাকলেও পুরস্কারটি হাতে ওঠেনি নেইমারের। দুবারই তৃতীয় হয়েছেন তিনি। সর্বশেষ কোনো ব্রাজিলিয়ান ব্যালন ডি'অর জিতেছেন ২০০৭ সালে। সেবার লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে পেছনে ফেলে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন কাকা। এ ছাড়া আরও চারবার ব্যালন ডি'অর উঠেছে ব্রাজিলিয়ানদের হাতে। ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে ট্রফিটি জিতেছেন কিংবদন্তি স্ট্রাইকার রোনালদো নাজারিও। ১৯৯৯ সালে পুরস্কারটি জিতেছেন রিভালদো আর ২০০৫ সালে রোনালদিনিও।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**